বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে কিছু সাধারণ জ্ঞান

বিডিনিয়োগ.কম
www.bdniyog.com

বিসিএস এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য বঙ্গবন্ধুর জীবনী থেকে কিছু প্রশ্ন ও উত্তর নিয়ে বিশেষ আয়োজন।

আরো দেখুন

প্রতিদিনের চাকুরীর সার্কুলার পেতে এখানে ক্লিক করুন

প্রতি মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পিডিএফ এখানে ক্লিক করুন

চাকুরীর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিসিএস এর প্রয়োজনীয় পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

প্রতি সপ্তাহের চাকুরী পত্রিকা ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

সকল নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান এখানে ক্লিক করুন

বিডিনিয়োগ.কম দেশের সেরা পিডিএফ কালেকশন

SSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

HSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

সকল ধরনের সাজেশন ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

ORIGINAL
BDNIYOG.COM
COPYRIGHT

1. ১০০ প্রশ্নোত্তরে মুজিব শতবর্ষ ও বঙ্গবন্ধু ---------- 2
2. বঙ্গবন্ধু: ৪০ প্রশ্ন ৪০ উত্তর ---------- 8
3. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী (১৯২০ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত সাল ভিত্তিক প্রশ্ন-উত্তর) --- 10
4. বঙ্গবন্ধুর জীবনী থেকে নেয়া কিছু সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর ---------- 19
5. বিখ্যাত কিছু করিতায় বঙ্গবন্ধু ---------- 21
6. বঙ্গবন্ধুর বিখ্যাত কিছু উক্তি ---------- 24
7. বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বিখ্যাত ব্যক্তিদের কিছু উক্তি ---------- 26
8. বঙ্গবন্ধু ও বিশেষ কিছু তারিখ ---------- 27
9. ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু যে উপাধিগুলো পান---------- 28
10. বঙ্গবন্ধুর উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রেপ্তার ---------- 29
11. বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীসভায় নারী মন্ত্রী ---------- 30
12. বঙ্গবন্ধুর হত্যা মামলার পলাতক আসামী ও বর্তমান অবস্থান ---------- 30
13. বঙ্গবন্ধুর নিউক্লিয়াস ---------- 30
14. বঙ্গবন্ধুর ৪ খলিফা ---------- 31
15. মুজিব ব্যাটারি ---------- 31
16. মুজিব বাহিনী ---------- 31
17. বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত বই ---------- 31
18. অসমাপ্ত আত্মজীবনী অনুবাদ ---------- 33
19. 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' সম্পর্কে কিছু তথ্য ---------- 34
20. দার্শনিক বঙ্গবন্ধু ---------- 36
21. বঙ্গবন্ধুর সাফল্য গাঁথা- ---------- 36
22. ১৯৬৬ এর ছয় দফা দাবি- ছয় দফা নিয়ে অজানা কিছু তথ্য ---------- 38
23. স্বাধীনতার ইশতাহার ও বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা ঘোষণা ---------- 38
24. বঙ্গবন্ধুর উপাধি সমূহ ---------- 39

বিডিনিয়োগ.কম
www.bdniyog.com

১০০ প্রশ্নোত্তরে মুজিব শতবর্ষ ও বঙ্গবন্ধু

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষের ক্ষণগণনা শুরু হয়েছে তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন ১০ জানুয়ারি থেকে। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে। ১৭ মার্চ ২০২১, অর্থাৎ জাতির পিতার এক জন্মদিন থেকে আরেক জন্মদিন পর্যন্ত বছরটি উদ্‌যাপিত হবে মুজিব বর্ষ হিসেবে। চাকরী প্রত্যাশীদের জন্য মুজিব শতবর্ষ ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ১০০ প্রশ্নোত্তর।

১। 'মুজিব বর্ষ' কী?
উত্তর: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (জন্ম ১৭ মার্চ ১৯২০)।

২। মুজিব বর্ষের সময়কাল কত?
উত্তর: ১৭ মার্চ ২০২০—১৭ মার্চ ২০২১।

৩। 'মুজিব বর্ষ' ঘোষণা করেন কে?
উত্তর: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

৪। মুজিব বর্ষের ক্ষণগণনা শুরু হয় কবে?
উত্তর: ১০ জানুয়ারি ২০২০ থেকে।

৫। মুজিব বর্ষের ক্ষণগণনা অনুষ্ঠান কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর: তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দর, ঢাকা।

৬। তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরে মুজিব বর্ষের ক্ষণগণনা উদ্বোধন করেন কে?
উত্তর: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

৭। মুজিব বর্ষ উপলক্ষে ওয়েবসাইট তৈরি করেছে কোন প্রতিষ্ঠান/সরকারের কোন বিভাগ?
উত্তর: সরকারের তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগ।

৮। মুজিব বর্ষ উদ্যাপনে সরকারের তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের তৈরি ওয়েবসাইটের নাম কী?
উত্তর: www.mujib100.gov.bd

৯। মুজিব বর্ষের লোগোর ডিজাইনার কে?
উত্তর: সব্যসাচী হাজরা।

১০। কে কবে মুজিব বর্ষের লোগো উন্মোচন করেন?
উত্তর: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ১০ জানুয়ারি ২০২০।

১১। মুজিব বর্ষের উদ্বোধন করা হবে কবে?
উত্তর: ১৭ মার্চ ২০২০ (জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে)।

১২। ইউনেসকোর কততম সাধারণ অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়?
উত্তর: ৪০তম।

১৩। 'মুজিব বর্ষ' উপলক্ষে কত তারিখকে বিমা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়?
উত্তর: ১ মার্চ।

১৪। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক কতটি স্মারক মুদ্রা প্রকাশ করবে?

বিডিনিয়োগ.কম
www.bdniyog.com

উত্তর: চারটি (একটি স্বর্ণমুদ্রা, একটি স্মারক মুদ্রা, ১০০ টাকা মূল্যমানের একটি স্মারক নোট ও ২০০ টাকা মূল্যমানের স্মারক নোট)।

১৫। 'মুজিব বর্ষ' উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল কবে?
উত্তর: ৫ সেপ্টেম্বর ২০২০।

১৬। 'মুজিব বর্ষে' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ সমাবর্তনে সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল কার?
উত্তর: নোবেল বিজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৭। ৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সম্মানসূচক কোন ডিগ্রি প্রদান করা হবে?
উত্তর: ডক্টর অব লজ (মরণোত্তর)।

১৮। অমর একুশে বইমেলা ২০২০ কাকে উৎসর্গ করা হয়?
উত্তর: 'মুজিব বর্ষ' উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে?

১৯। মুজিব শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: উত্তরদাতা।

২০। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর: ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে (বর্তমানে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে)।

২১। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন কবে?
উত্তর: ১৭ মার্চ ১৯২০।

২২। ১৭ মার্চ কী দিবস?
উত্তর: জাতীয় শিশু দিবস।

২৩। বঙ্গবন্ধুর পিতার নাম কী?
উত্তর: শেখ লুৎফর রহমান।

২৪। বঙ্গবন্ধুর মাতার নাম কী?
উত্তর: সায়েরা খাতুন।

২৫। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকনাম কী ছিল?
উত্তর: খোকা।

২৬। বঙ্গবন্ধুর স্ত্রীর নাম কী?
উত্তর: বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব (ডাকনাম রেণু)।

২৭। বঙ্গবন্ধু কোথায় প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন?
উত্তর: গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

২৮। বঙ্গবন্ধু ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন কোন স্কুল থেকে?
উত্তর: গোপালগঞ্জ সেন্ট মথুরানাথ মিশনারি স্কুল থেকে।

২৯। বঙ্গবন্ধু কোথা থেকে বিএ ডিগ্রি লাভ করেন?
উত্তর: কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে।

৩০। বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন কবে?
উত্তর: ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে (আইন বিভাগে)।

বিডিনিয়োগ.কম
www.bdniyog.com

৩১। বঙ্গবন্ধু ইসলামিয়া কলেজে পড়ার সময় কোথায় থাকতেন?
উত্তর: কলকাতার বেকার হোস্টেলের ২৪ নম্বর কক্ষে।

৩২। ইসলামিয়া কলেজের বর্তমান নাম কী?
উত্তর: মাওলানা আজাদ কলেজ।

৩৩। বঙ্গবন্ধুকে কবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়?
উত্তর: ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে।

৩৪। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবে বঙ্গবন্ধুর ছাত্রত্ব ফিরিয়ে দেয়?
উত্তর: ১৪ আগস্ট ২০১০।

৩৫। বঙ্গবন্ধু কবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন?
উত্তর: ১৯৩৯ সালে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলে পড়ার সময়।

৩৬। বঙ্গবন্ধু কবে প্রথম কারাবরণ করেন?
উত্তর: ১৯৩৮ সালে (সাত দিন)।

৩৭। বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক কারণে প্রথম কবে কারাবরণ করেন?
উত্তর: ১১ মার্চ ১৯৪৮ সালে। (রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে) www.prebd.com

৩৮। বঙ্গবন্ধু কবে মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি।

৩৯। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন গঠিত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কোন পদে ছিলেন?
উত্তর: যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।

৪০। বঙ্গবন্ধু কবে আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হন?
উত্তর: ৯ জুলাই ১৯৫৩ (১৯৫৩-১৯৬৬)।

৪১। বঙ্গবন্ধু ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে কোন আসন থেকে নির্বাচিত হন?
উত্তর: গোপালগঞ্জ।

৪২। যুক্তফ্রন্ট সরকারে বঙ্গবন্ধু কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান?
উত্তর: কৃষি, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন (১৯৫৪ সালের ১৫ মে)।

৪৩। বঙ্গবন্ধু কবে আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন?
উত্তর: ১৯৬৬ সালের ১ মার্চ (ষষ্ঠ কাউন্সিলে)।

৪৪। বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামি করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করা হয়?
উত্তর: ১৯৬৮ সালের ১ জানুয়ারি।

৪৫। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রকৃত নাম কী?
উত্তর: 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য'।

৪৬। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার শুরু হয় কবে?
উত্তর: ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন (ঢাকা সেনানিবাসে)।

৪৭। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় মোট আসামি ছিল কতজন?
উত্তর: ৩৫ জন (বঙ্গবন্ধুসহ)।

৪৮। বঙ্গবন্ধু কবে ছয় দফা দাবি ঘোষণা করেন?

বিডিনিয়োগ.কম
www.bdniyog.com

উত্তর: ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি (লাহোরে)।

৪৯। বঙ্গবন্ধু কবে আনুষ্ঠানিকভাবে ছয় দফা দাবি ঘোষণা করেন?
উত্তর: ১৯৬৬ সালের ২৩ মার্চ ।

৫০। বঙ্গবন্ধু কবে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' গঠন করেন?
উত্তর: ১৯৬০ সালে।

৫১। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয় কবে?
উত্তর: ১৯৬৪ সালের ১১ মার্চ।

৫২। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে বঙ্গবন্ধুকে কবে মুক্তি দেওয়া হয়?
উত্তর: ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি।

৫৩। শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেওয়া হয় কবে?
উত্তর: ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ।

৫৪। শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেন কে?
উত্তর: তৎকালীন ডাকসুর ভিপি তোফায়েল আহমেদ।

৫৫। বঙ্গবন্ধু কবে 'বাংলাদেশ' নামকরণ করেন?
উত্তর: ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর।

৫৬। বঙ্গবন্ধু কত তারিখে জনসভায় ৬ দফার প্রশ্নে আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান?
উত্তর: ১৯৭০ সালের ৭ জুন রেসকোর্স ময়দানের জনসভায়।

৫৭। ১৭ অক্টোবর ১৯৭০ বঙ্গবন্ধু তাঁর দলের নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে কোন প্রতীক পছন্দ করেন?
উত্তর: নৌকা।

৫৮। বঙ্গবন্ধুকে কবে 'জাতির জনক' উপাধি দেওয়া হয়?
উত্তর: ৩ মার্চ ১৯৭১ (উপাধি দেন আ স ম আবদুর রব)।

৫৯। কবে বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দেন?
উত্তর: ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ।

৬০। কোথায় বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ দেন?
উত্তর: রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)।

বিডিনিয়োগ.কম
www.bdniyog.com

৬১। কোন ভাষণে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেন?
উত্তর: ৭ মার্চের ভাষণে।

৬২। ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু কয়টি দাবি উপস্থাপন করেন?
উত্তর: ৪টি।

৬৩। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে কী নামে প্রচারিত হতো?
উত্তর: বজ্রকণ্ঠ নামে।

৬৪। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন কবে?
উত্তর: ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে।

৬৫। পাকিস্তান সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে কখন গ্রেপ্তার

করে?
উত্তর: ২৬ মার্চ ১৯৭১ (প্রথম প্রহরে)।

৬৬। মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?
উত্তর: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

৬৭। পাকিস্তানের ২৪ বছরে বঙ্গবন্ধু কত বছর কারাগারে কাটিয়েছেন?
উত্তর: ১২ বছর।

৬৮। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন?
উত্তর: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

৬৯। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে 'জয় মুজিবুর' কবিতাটি কে লেখেন?
উত্তর: অন্নদাশঙ্কর রায়।

৭০। 'বঙ্গবন্ধু' কবিতাটি কার লেখা?
উত্তর: জসীমউদ্দীন (১৬ মার্চ ১৯৭১)।

৭১। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আন্তর্জাতিক চাপে পাকিস্তান সরকার কবে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়?
উত্তর: ৮ জানুয়ারি ১৯৭২।

৭২। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে কয়টি দেশ হয়ে বাংলাদেশে আসেন?
উত্তর: দুটি (ইংল্যান্ড ও ভারত)।

৭৩। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান থেকে প্রথমে কোন দেশে যান?
উত্তর: ইংল্যান্ড (লন্ডন)।

৭৪। লন্ডনে কার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎ হয়?
উত্তর: ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সঙ্গে (৯ জানুয়ারি ১৯৭২)।

৭৫। লন্ডন থেকে ঢাকা আসার পথে বঙ্গবন্ধু কোথায় যাত্রাবিরতি করেন?
উত্তর: দিল্লি (ভারত)।

৭৬। বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুকে কে কে স্বাগত জানান?
উত্তর: ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।

৭৭। বঙ্গবন্ধু কত তারিখে দেশে ফেরেন?
উত্তর: ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ (স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস)।

৭৮। বঙ্গবন্ধু কত তারিখে অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারির মাধ্যমে সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করেন?
উত্তর: ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি।

৭৯। বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন কবে?
উত্তর: ১২ জানুয়ারি ১৯৭২।

৮০। বঙ্গবন্ধু কবে ভারত সরকারের আমন্ত্রণে ভারত সফর করেন?
উত্তর: ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২।

৮১। বঙ্গবন্ধু কবে 'জুলিও কুরি' পুরস্কারে ভূষিত হন?
উত্তর: ১০ অক্টোবর ১৯৭২ (পুরস্কারে ভূষিত করে বিশ্ব শান্তি পরিষদ)।

৮২। বঙ্গবন্ধু কবে বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের তারিখ (৭ মার্চ ১৯৭৩) ঘোষণা করেন?
উত্তর: ৪ নভেম্বর ১৯৭২।

বিডিনিয়োগ.কম
www.bdniyog.com

৮৩। কত তারিখে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে স্বাক্ষর করেন?
উত্তর: ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭২।

৮৪। বঙ্গবন্ধু কবে 'জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন'-এর শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য আলজেরিয়া যান?
উত্তর: ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩।

৮৫। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের যে কারাগারে বন্দী ছিলেন?
উত্তর: মিয়ানওয়ালি কারাগার।

৮৬। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তারে পরিচালিত অভিযানের নাম কী?
উত্তর: অপারেশন 'বিগবার্ড'।

৮৭। বঙ্গবন্ধু কবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণ দেন?
উত্তর: ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর (২৯তম অধিবেশনে)।

৮৮। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে বিশ্বের কতটি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়?
উত্তর: ১৩০টি।

৮৯। বঙ্গবন্ধুর রচিত কতটি বই প্রকাশ পেয়েছে?
উত্তর: ৩টি (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, কারাগারের রোজনামচা ও আমার দেখা নয়াচীন)।

৯০। বঙ্গবন্ধু প্রকাশিত প্রথম বই কোনটি?
উত্তর: অসমাপ্ত আত্মজীবনী (প্রকাশিত হয় জুন ২০১২ সালে)।

৯১। অসমাপ্ত আত্মজীবনী কতটি ভাষায় অনূদিত হয়? www.prebd.com
উত্তর: ১৩টি (সর্বশেষ ইতালীয় ভাষায়, অনুবাদক আন্না কোক্কিয়ারেল্লা)

৯২। বঙ্গবন্ধুর প্রকাশিত দ্বিতীয় বই কোনটি?
উত্তর: কারাগারের রোজনামচা (প্রকাশিত হয় ১৭ মার্চ ২০১৭)।

৯৩। কারাগারের রোজনামচা কতটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে?
উত্তর: ২টি (সর্বশেষ অসমীয়া ভাষা, অনুবাদ সৌমেন ভারতীয়)।

৯৪। বঙ্গবন্ধুর প্রকাশিত সর্বশেষ বইয়ের নাম কী?
উত্তর: আমার দেখা নয়াচীন (প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০২০)।

৯৫। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেখা বইয়ের নাম কী?
উত্তর: শেখ মুজিব আমার পিতা।

৯৬। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে মুজিব ভাই বইটি কে লিখেছেন?
উত্তর: এবিএম মূসা।

৯৭। বঙ্গবন্ধুকে কবে সপরিবারে হত্যা করা হয়?
উত্তর: ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট (১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস)।

৯৮। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের আদালতে বিচার শুরু হয় কবে?
উত্তর: ১২ মার্চ ১৯৯৭।

৯৯। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার শেষ হয় কবে?
উত্তর: ২০১০ সালের ২৭ জানুয়ারি।

১০০। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের মধ্যে কতজনের ফাঁসি কার্যকর করা হয়েছে?
উত্তর: ৬ জনের।
উৎসঃ দৈনিক প্রথম আলো

বিডিনিয়োগ.কম
www.bdniyog.com

বঙ্গবন্ধু: ৪০ প্রশ্ন ৪০ উত্তর

১). 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইটির লেখকের নাম কী?
উত্তর: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

২). বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম কত সালে, কোথায়?
উত্তর: ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ, গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায়।

৩). বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাজীবন শুরু হয় কোন স্কুলে?
উত্তর: গোপালগঞ্জের গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

৪). বঙ্গবন্ধু ম্যাট্রিক পাশ করেন কোন স্কুল থেকে, কত সালে?
উত্তর: গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলে, ১৯৪২ সালে।

৫). বঙ্গবন্ধু কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের বেকার হোস্টেলের কত নম্বর কক্ষে থাকতেন?
উত্তর: ২৪ নম্বর কক্ষে।

৬). বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনীতিতে অভিষিক্ত হন কীভাবে?
উত্তর: ১৯৪৪ সালে কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সম্মেলনে যোগদানের মাধ্যমে।

৭). বঙ্গবন্ধু কত সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সহকারী নিযুক্ত হন?
উত্তর: ১৯৪৬ সালে।

৮). বঙ্গবন্ধু বিএ পাশ করেন কত সালে, কোন কলেজ থেকে?
উত্তর: ১৯৪৭ সালে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে।

৯). বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বিভাগের ছাত্র ছিলেন?
উত্তর: আইন বিভাগের।

১০). বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কত সালে কেন বহিস্কৃত হন?
উত্তর: ১৯৪৯ সালে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে সংহতি প্রকাশ করায় তাঁকে বহিস্কার করা হয়।

১১). বঙ্গবন্ধু জীবনে প্রথম কারাভোগ করেন কত সালে?
উত্তর: ১৯৩৯ সালে। সরকারি নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ সভা করার কারণে তাঁকে কারভোগ করতে হয়।

১২). ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা লাভ করলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেখানে কী পদ পান?
উত্তর: যুগ্ম সম্পাদক।

১৩). ১৯৫২ সালের কত তারিখে রাষ্ট্র ভাষা বাংলার দাবীতে বঙ্গবন্ধু কারাগারে অনশন শুরু করেন?
উত্তর: ১৪ ফেব্রুয়ারি।

১৪). যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু কোন আসনে বিজয়ী হন?
উত্তর: গোপালগঞ্জ আসনে।

১৫). বঙ্গবন্ধু কোন মন্ত্রীসভায় সর্বকনিষ্ঠ মন্ত্রী ছিলেন?
উত্তর: ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভায়।

১৬). ১৯৬৪ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সম্মিলিত বিরোধী দল গঠন করা হয়। দলটির নাম কী?
উত্তর: কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টি।

১৭). বঙ্গবন্ধু মুজিব ছয়দফা ১ম কবে ঘোষনা করেন? fb.com/groups/CareerGuideBD
উত্তর: ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬

১৮). আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে ৬ দফা গৃহীত হয় কত সালে?
উত্তর: ১৯৬৬ সালের ১৮ মার্চ।

১৯). বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আনুষ্ঠানিকভাবে কবে ছয়দফা ঘোষনা করেন?
উত্তর: ২৩ মার্চ ১৯৬৬

www.buniyog.com

২০). কোন প্রস্তাবের ভিত্তিতে ছয়দফা রচিত হয়?
উত্তর: লাহোর প্রস্তাব

২১). ছয়দফার প্রথম দফা কি ছিল?
উত্তর: স্বায়ত্বশাসন

২২). 'বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ' হিসেবে পরিচিত কোনটি?
উত্তর: ছয় দফা।

২৩). আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ছিল কত জন? বঙ্গবন্ধু কততম আসামী ছিলেন?
উত্তর: ৩৫ জন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন ১ নং আসামী।

২৪). আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কী নামে দায়ের করা হয়েছিল?
উত্তর: রাষ্ট্রদ্রোহীতা বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য।

২৫). শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয় কত সালে?
উত্তর: ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি।

২৬).শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি কে দেন?
উত্তর: তৎকালীন ডাকসুর ভিপি তোফায়েল আহমেদ।

২৭). কোথায় 'বঙ্গবন্ধু উপাধি দেওয়া হয়?
উত্তর: রেসকোর্স ময়দানে।

২৮). বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলাকে 'বাংলাদেশ' নামকরন করেন কত সালে?
উত্তর: ৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৯ ।

২৯). বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণ কোথায় দেন?
উত্তর: ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে, যা এখন সোহরাওয়ার্দি উদ্যোন নামে পরিচিতি।

৩০). বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণের মূল বক্তব্য কী ছিল?
উত্তর: এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

৩১). বঙ্গবন্ধু কখন স্বাধীনতার ঘোষণা দেন?
উত্তর: ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাত অর্থাৎ ২৬ মার্চে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরপরই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে।

৩২). ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল গঠিত অস্থায়ী সরকারের বঙ্গবন্ধুর পদ কী ছিল?
উত্তর: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদ ছিল রাষ্ট্রপতি।

৩৩). বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পান কবে?
উত্তর: ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি।

৩৪). বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে ফেরেন কবে?
উত্তর: ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি, যা বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস নামে পরিচিত।

৩৫). বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন কত তারিখে?
উত্তর: ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি।

৩৬). বঙ্গবন্ধু প্রথম নেতা হিসেবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেন কত সালে, কত তারিখে?
উত্তর: ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর।

৩৭). বঙ্গবন্ধু স্বপরিবারে নিহত হন কত তারিখে?
উত্তর: ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট।

৩৮). বঙ্গবন্ধুর স্ত্রীর নাম কী?
উত্তর: শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব।

৩৯). বঙ্গবন্ধুর ছেলে-মেয়ে কত জন? তাদের নাম কী?
উত্তর: ৫ জন। তিন ছেলে দুই মেয়ে। শেখ হাসিনা, শেখ কামাল, শেখ রেহানা, শেখ জামাল ও শেখ রাসেল

৪০). বঙ্গবন্ধু জাদুঘর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: ঢাকার ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে।

বিডিনিয়োগ
www.bdniyog.com

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী

বিসিএস সহ যেকোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য জাতির জনক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী একটি গুরত্বপূর্ণ টপিক। সব পরীক্ষায়ই কোন না কোন প্রশ্ন আসেই।

১৯২০, ১৭ মার্চ, গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া গ্রামে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন।

১৯২৭: সাত বছর বয়সে গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জাতিরজনকের প্রাতিষ্ঠানিক ছাত্রজীবনের সূচনা হয়।

১৯২৯: বঙ্গবন্ধুকে গোপালগঞ্জ সীতানাথ একাডেমীর (বা পাবলিক স্কুলে) তৃতীয় শ্রেনীতে ভর্তি করা হয়।

১৯৩৪: মাদারীপুরে ইসলামিয়া হাইস্কুলে পড়ার সময় বঙ্গবন্ধু বেরীবেরি রোগে আক্রান্ত হন।

১৯৩৭: অসুস্থতার কারণে বঙ্গবন্ধুর লেখাপড়া বন্ধ ছিলো, আবার তা শুরু হয়।

১৯৩৮: ১৬ জানুয়ারী: বাংলার প্রধামন্ত্রী শেরে বাংলা একে ফজলুল হক গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল পরিদর্শনে এলে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তার পরিচয় হয়।

১৯৩৯: সরকারী নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ সভা করার দু:সাহসের কারণে বঙ্গবন্ধু প্রথম কারাবরণ করেন।

বিডিনিয়োগ.কম
www.bdniyog.com

১৯৩৮: মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি বেগম ফজিলাতুননেসার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

১৯৪২: অসুস্থতার কারণে একটু বেশীবছর বয়সে বঙ্গবন্ধু এন্ট্রাস (প্রবেশিকা) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই বছরেই কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজের বেকার হোষ্টেলের ২৪নম্বর কক্ষে তিনি থাকতে শুরু করেন।

১৯৪৪: কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সম্মেলনে যোগদান করেন। এর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ভাবে তিনি রাজনীতিতে অভিষিক্ত হন। এই বছরই ফরিদপুর ডিষ্টিক্ট এসোসিয়েশনের সম্পাদক নিযুক্ত হন।

১৯৪৬: বঙ্গবন্ধু বিনা প্রতিদ্বদ্বিতায় কলকাতা ইসলামি কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এ সময় তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সহকারী নিযুক্ত হন। এই বছরই প্রদেশিক নির্বাচনে তিনি মুসলিম লীগের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৪৭ : বঙ্গবন্ধু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন।

১৯৪৭ : ৬ সেপ্টেম্বর, ঢাকায় গণতান্ত্রিক যুব কর্মীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৪৮ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন।

১৯৪৮ : ২৩ ফেব্রুয়ারী, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন উর্দুকে পাকিস্থানের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে ঘোষণা করলে বঙ্গবন্ধু তার তৎক্ষনিক প্রতিবাদ করেন।

১৯৪৮ : ২ মার্চ, রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।

১৯৪৮ : ১১ মার্চ, রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে সাধারণ ধর্মঘট আহবানকালে বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হন। ১৯৪৮ : ১৫ মার্চ, বঙ্গবন্ধু কারাগার থেকে মুক্তিপান।

১৯৪৮: ১১ সেপ্টেম্বর: ফরিদপুরের কর্ডন প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য বঙ্গবন্ধু আবার গ্রেফতার হন।

১৯৪৯ : ২১ জানুয়ারী: বঙ্গবন্ধু কারাগার থেকে মুক্তিপান।

১৯৪৯ : ৩ মার্চ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা তাদের দাবী দাওয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে ধর্মঘট ঘোষণা করলে বঙ্গবন্ধু তার প্রতি সমর্থন জানান।

১৯৪৯ : ২৯ মার্চ: আন্দোলনে যোগদেয়ার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধুকে অযৌক্তিক ভাবে জরিমানা করে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তার প্রতি সমর্থন জানান। fb.com/groups/CareerGuideBD

www.baniyog.com

১৯৪৮ : ২০ এপ্রিল: বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সৃষ্ট আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৪৯ : ২৩ জুন: পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় এবং জেলে থাকা অবস্থায় বঙ্গবন্ধু যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৪৯ : ২৭ জুলাই: বঙ্গবন্ধু জেল থেকে মুক্তিপান। মুক্তি পেয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে না গিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন।

১৯৪৯ : পূর্ব বাংলায় দুর্ভিক্ষ শুরু হলে খাদ্যের দাবীতে তিনি আন্দোলন শুরু করেন।

১৯৫০ : ১ জানুয়ারী: এই আন্দোলনের কারণে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৫২ : ১৪ ফেব্রুয়ারী: বাংলা রাষ্ট্র ভাষার দাবীতে বঙ্গবন্ধু কারাগারে অনশন শুরু করেন।

১৯৫২ : ২১ ফেব্রুয়ারী: রাষ্ট্রভাষার দাবীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবাদ মিছিলে গুলি চলে। শহীদ হন সালাম, রফিক, বরক সহ অনেকে। জেল থেকে বঙ্গবন্ধু এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দেন এবং একটানা ৩ দিন অব্যাহত রাখেন।

১৯৫২ : ২৭ ফেব্রুয়ারী: টানা অনশনে অসুস্থ বঙ্গবন্ধুকে স্বাস্থ্যগত কারণে মুক্তিদেয়া হয়।

১৯৫৩ : ১৬ নভেম্বর: প্রাদেশিক আওয়ামী মুসলীম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে তিনি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৫৩ : ৪ ডিসেম্বর: প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সব বিরোধী দল মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে।

১৯৫৪ : ১০ মার্চ: সাধারণ নির্বাচনে ২৩৭টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসনে বিজয়ী হয়। বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জের আসনে বিজয়ী হন।

১৯৫৪ : ২ এপ্রিল: যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয়।

১৯৫৪ : ১৪ মে: বঙ্গবন্ধু যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় বয়:কনিষ্ঠ মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

১৯৫৪ : ৩০ মে: পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রী সভা বাতিল করেন। বঙ্গবন্ধু এ দিনই করাচী থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং গ্রেফতার হন।

১৯৫৪ : ২৩ নভেম্বর: বঙ্গবন্ধু জামিনে মুক্তি পেলে জেল গেটেই তাকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৫৪ : বঙ্গবন্ধু কারাগার থেমে মুক্তিপান।

বিডিনিয়োগ.কম
www.bdniyog.com

১৯৫৫ : ৫ জুন: বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৫৫ : ১৭ জুন: ঢাকার পল্টনের জনসভা থেকে বঙ্গবন্ধু প্রথম পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন দাবী করেন।

১৯৫৫ : ২১ অক্টোবর: আওয়ামী মুসলিম লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন ধর্ম নিরপেক্ষতা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে দলের নাম থেকে মুসলিম শব্দ প্রত্যাহার করে নতুন নামকরণ করা হয় আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু পুনরায় দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৫৮ : ৭ অক্টোবর: জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলীর উপর আক্রমন এবং তার মৃত্যুর প্রেক্ষাপটে ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী করেন।

১৯৫৮ : ১২ অক্টোবর: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়। এসময় তার বিরুদ্ধে একের পর এক মিথ্যা মামলা দেয়া হয়।

১৯৫৯ : ৫ অক্টোবর: বঙ্গবন্ধু মুক্তি পান কিন্তু তার গতিবিধির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। এ সময় তিনি বার বার গ্রেফতার হন এবং ছাড়া পান।

১৯৬২ : ২ জুন: চার বছরের সামরিক শাসনের অবসান ঘটলে ১৮ জুন শেখ মুজিব মুক্তি লাভ করেন।

১৯৬৪ : ২৫ জানুয়ারী: বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবত করা হয়।

১৯৬৪ : ৫, ১১ মার্চ: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিুর রহমানের নেতৃত্বে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিরোধি দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়।

১৯৬৪ : ২৬ জুলাই: বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সম্মিলিত বিরোধি দল কঅপ (কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টি গঠিত হয়।)

১৯৬৫ : রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কঅপ এর পক্ষ থেকে মিস ফাতিমা জিন্নাহকে প্রার্থী দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু ফাতিমা জিন্নাহর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারনায় অংশ নেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ১৪দিন আগে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৬৬ : ১৮ মার্চ: আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে ৬ দফা গৃহীত হয়। এরপর তিনি ৬ দফার পক্ষে দেশ ব্যাপী ব্যাপক প্রচারণা শুরু করেন এ সময় তাকে সিলেট, ময়মনসিংহ ও ঢাকা বার বার গ্রেফতার করা হয়। ৩ মাসে তিনি ৮ বার গ্রেফতার হন। শেষ বার তাকে গ্রেফতার করে নির্জন কারাবাসে রাখা হয়।

১৯৬৮ : ৩ জানুয়ারী: পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে এক নম্বর আসামী করে মোট ৩৫জন বাঙ্গালী সেনা ও সিএসপি অফিসারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বিছিন্ন করার অভিযোগে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে।

১৯৬৮ : ২৮ জানুয়ারী: নিজেকে নির্দোষ দাবী করে আদালতে লিখিত বিবৃতি দেন। এই বিবৃতি পড়ে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও তার মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে আন্দালন গন অভুজ্ঞানে রূপ নেয়। ছাত্র সমাজ ছয় দফার সমর্থনে ১১ দফা দাবী উপস্থাপন করে।

বিডিনিয়োগ.কম
www.bdniyog.com

১৯৬৯ : ৩০ জানুয়ারী: উদ্ভুত পরিস্থিতি ঠেকাতে আলোচনার জন্য বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তির প্রস্তাব দেয় পাকিস্তানী জান্তা সরকার। কিন্তু বঙ্গবন্ধু সে প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেন।

১৯৬৯ : ১৫ ফেব্রুয়ারী: ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে মামলার অন্যতম আসামী সাজেন্ট জহুরুল হককে নির্মম ভাবে হত্যা করা হলে বিক্ষুব্ধ জনতা বাধ ভাঙ্গা বন্যার মতো রাস্তায় নেমে আসে।

১৯৬৯ : ২২ ফেব্রুয়ারী: তীব্র গণআন্দোলনের মুখে সরকার রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য শিরোনামে মিথ্যা মামলাটি প্রত্যাহার করে নেয়।

১৯৬৯ : ২৩ ফেব্রুয়ারী: ডাকসু এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবকে এক বিশাল সম্বর্ধনা দেয়ার আয়োজন করে। ঐ সভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

১৯৬৯ : ১০ মার্চ: রাজনৈতিক সংকট নিরসনে আইয়ুব খান গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেন। গোল টেবিলে ৬ দফার পক্ষে বঙ্গবন্ধু দৃঢ় অবস্থান নেন। তবে ঐ বৈঠক ব্যর্থ হয়।

১৯৬৯ : ২৫ মার্চ: রাওয়াল পিন্ডি গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হবার প্রেক্ষিতে আইয়ুব খান ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ইয়াহিয়া সামরিক শাসন জারী করেন।

১৯৬৯ : ২৮ নভেম্বর: জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ এর ১ জানুয়ারী থেকে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ঘোষনা দেন। ঐ বছরের শেষ ভাগে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথাও ঘোষণা করেন।

১৯৭০ : ১ জানুয়ারী: ১৯৫৮ সালের পর প্রথম রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। বঙ্গবন্ধু প্রথম দিন থেকেই ৬ দফার পক্ষে দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচারণা শুরু করেন।

১৯৭০ : ৪ জুন: নির্বাচনকে সামনে রেখে মতিঝিল ইডেন হোটেল প্রাঙ্গনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়। কাউন্সিলে আওয়ামী লীগ একক ভাবে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১৯৭০ : ৫ জুন: পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনী এলাকা বিষয়ে সরকারের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদে ৩১০টি আসন আর জাতীয় পরিষদে ১৬৯টি আসন নিদির্ষ্ট করা হয়।

১৯৭০ : ১৫ আগষ্ট: প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন যথাক্রমে ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর।

বিডিনিয়োগ.কম
www.bdniyog.com

১৯৭০ : ৮ অক্টোবর: ইসলামাবাদ থেকে ১৯টি রাজনৈতিক দলের প্রতীক ঘোষনা করে নির্বাচন কমিশন। আওয়ামী লীগকে নৌকা প্রতীক বরাদ্দ করা হয়। স্মরনীয় যে, ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিলো নৌকা।

১৯৭০ : ২৮ অক্টোবর: বঙ্গবন্ধু বেতার ও টেলিভিশনে নির্বাচনী ভাষণ দেন। তিনি বলে, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়েই আওয়ামী লীগের জন্ম। তার সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েই আওয়ামী লীগের বিকাশ । তিনি দেশবাসীর কাছে ছয় দফার পক্ষে ম্যান্ডেট চান।

১৯৭০ : ১২ নভেম্বর: পূর্ব বাংলায় ভয়াবহ ঝড় এবং জলোচ্ছাসে ১০/১২ লাখ মানুষ মারা যান। বঙ্গবন্ধু তার নির্বাচনী প্রচারণা স্থগিত করে ত্রাণ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি এই অঞ্চলের জনগনের প্রতি চরম উদাসীনতা তুলে ধরেন। এই সময় সোনার বাংলা শ্মশান কেনো শিরোনামে তথ্য সম্বলিত একটি পোষ্টার জাতিকে নাড়া দেয়।

১৯৭০ : ৭ ডিসেম্বর: বন্যা-দুর্গত এলাকা বাদে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে। পাকিস্তান পিপলস পার্টি পায় ৮৮টি আসন।

১৯৭০ : ১৭ ডিসেম্বর: প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তান ২৯৮টি আসন লাভ করে।

১৯৭১: ৩ জানুয়ারী: আওয়ামী লীগের সকল নির্বাচিত সদস্য ৬ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রনয়ন তথা ৬ দফা বাস্তবায়নের শপথ গ্রহণ করেন। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি এই রবীন্দ্র সংগীতের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। বঙ্গবন্ধু জয় বাংলা শ্লোগান দিয়ে বাঙালী জাতির মুক্তির সংকল্প ব্যক্ত করেন। শপথ অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সংগীতের পর জয় বাংলা বাংলার জয়। গানটি পরিবেশিত হয়।

১৯৭১ : ১০ জানুয়ারী: প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর সংগে তিন দফা বৈঠক করেন। ৪দিন পর ফিরে আসার সময় তিনি বলেন শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন।

১৯৭১ : ২৭ জানুয়ারী: জুলফিকার আলী ভূট্টো ঢাকা এসে বঙ্গবন্ধুর সংগে কয়েকদফা আলোচনা করেন। কিন্তু ভূট্টোর সঙ্গে আলোচনা ব্যর্থ হয়।

১৯৭১ : ১৩ ফেব্রুয়ারী: এক সরকারী ঘোষণায় বলা হয় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় ৩ মার্চ ১৯৭১ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেছেন।

১৯৭১ : ১ মার্চ: জাতীয় পরিষদ অধিবেশনকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের বৈঠক শুরু হয় হোটেল পূর্বানীতে। ঐ দিনই আকস্মিক ভাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনিদিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষনা করেন। সারা বাংলা ক্ষোভে ফেটে পরে। বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্রে পরিণত হয় রাজপথ। বঙ্গবন্ধু এটাকে শাসকদের আরেকটি চক্রান্ত বলে চিহ্নিত করেন। তিনি ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সারা পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল আহবান করেন।

www.bdniyog.com

১৯৭১ : ২ মার্চ: ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর ডাকে স্বত:স্ফুর্ত হরতাল পালিত হয়। উত্তাল জনস্রোতে ঢাকা পরিণত হয় এক বিক্ষোভের শহরে। জান্তা সরকার ঢাকা শহরের পৌর এলাকায় সন্ধ্যা থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত কারফিউ জারী করেন।

১৯৭১ : ৩ মার্চ: বিক্ষুব্ধ জনতা কারফিউ উপেক্ষা করে রাজপথে নেমে আসে। সামরিক জান্তার গুলিতে মারা যান ৩জন আহত হন কমপক্ষে ৬০জন। এই সময় পুরো দেশ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পরিচালিত হতে থাকে।

১৯৭১ : ৭ মার্চ: বঙ্গবন্ধু তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে এক যুগান্তকারী ভাষনে ঘোষণা করেন, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষনে স্পষ্ট হয়ে যায় স্বাধীন বাংলাদেশের ভবিষ্যত। সারাদেশে শুরু হয় এক অভূতপূর্ব অসযোগ আন্দোলন।

১৯৭১ : ১৬ মার্চ: বিস্ফোরণমুখ বাংলাদেশে আসেন ইয়াহিয়া খান। বঙ্গবন্ধুর সংগে তার দীর্ঘ আলোচনা শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু তার গাড়ীতে কালো পতাকা উড়িয়ে হেয়ার রোডে প্রেসিডেন্ট ভবনে আলোচনার জন্য যান।

১৯৭১ : ১৭ মার্চ: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫১তম জন্মদিন। এই দিন ইয়াহিয়া খানের সংগে দ্বিতীয় দফা আলোচনা থেকে ফিরে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলে এদেশে জন্ম দিনই বা কি আর মৃত্যু দিনই বা কি আমার জনগনই আমার জীবন।

১৯৭১ : ২৩ মার্চ: কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ প্রতিরোধ দিবস পালনের ঘোষনা দেন। সমস্ত সরকারী এবং বেসরকারী ভবনে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু এদিন সরকারী ছুটি ঘোষনা করেন।

১৯৭১ : ২৫ মার্চ: পৃথিবীর ইতিহাসে এক নৃশংসতম কালো রাত্রি ২৫ মার্চ। এদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে মানুষের ঢল নামে। সন্ধ্যায় খবর পাওয়া যায় ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করেছেন। এ সময় বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের সাথে বৈঠক করেন। তার সাড়ে এগারটায় শুরু হয় অপারেশন সার্চ লাইট। ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা।

১৯৭১ : ২৬ মার্চ: ১২-৩০ মিনিট ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হবার আগে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাবার্তা ওয়ারলেস যোগে চট্টগ্রামের জহুরুল আহমেদ চৌধুরীকে প্রেরণ করেন। চট্টগ্রাম বেতার থেকে আওয়ামী লীগ নেতা হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বানী স্বকণ্ঠে প্রচার করেন। পরে ২৭ মার্চ চট্টগ্রামে অবস্থিত অষ্টম ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান ঐ ঘোষণা পূণ:পাঠ করেন। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে করাচীতে নিয়ে যাওয়া হয়।

১৯৭১ : ২৭ মার্চ: বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষন এবং স্বাধীনতার ঘোষণার আলোকে বীর বাঙালী গড়ে তোলে স্বত:স্ফুর্ত প্রতিরোধ। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের এক গৌরবজ্জল অধ্যায়।

১৯৭১ : ১৭ এপ্রিল: তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমার ভবের পাড়ার (বৈদ্যনাথ তলা) আমবাগানে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারে নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহম্মদ ঘোষণা করেন আজ থেকে (১৭ এপ্রিল) বৈদ্যনাথ তলার নাম মুজিব নগর এবং অস্থায়ী রাজধানী মুজিব নগর থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা করা হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি এবং তার অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করা হয়।

১৯৭১ : ২৫ মে: ক্রমেই মুক্তিযোদ্ধারা সংগঠিত হতে শুরু করে। সংগঠিত হয় প্রবাসী সরকার। ২৫ মে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু হয়। এই কেন্দ্রের সিগনেচার টিউন ছিলো জয় বাংলা বাংলার জয়। কেন্দ্রে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচারিত হতে থাকে। এই কেন্দ্র থেকে প্রচারিত শোন একটি মুজিবরের কণ্ঠে..... গানটি বাঙালীর উদ্দীপনা বাড়িয়ে দেয়।

১৯৭১ : ৩ আগষ্ট: পাকিস্তান টেলিভিশন থেকে বলা হয় ১১ আগষ্ট থেকে সামরিক আদালতে বঙ্গবন্ধুর বিচার শুরু হবে। এই ঘোষণায় বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ এবং উদ্বেগের ঝড় বয়ে যায়। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে প্রবাসী বাঙালীরা আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আইনজীবী সন ম্যাকব্রাইডকে ইসলামাবাদে পাঠান। কিন্তু পাকিস্তানী জান্তা সরকার বিদেশী আইনজীবী নিয়োগে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে।

১৯৭১ : ১০ আগষ্ট: পাকিস্তানী জান্তা সরকার বঙ্গবন্ধুর পক্ষ সমর্থনের জন্য আইনজীবী একে ব্রোহীকে নিয়োগ দেয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে যখন ২৬ মার্চ ইয়াহিয়া খানের ভাষনের টেপ শোনানো হয় তখন তিনি আত্মপক্ষ

বিজ্ঞানিয়োগ.কম
www.bdniyog.com

সমর্থনে অস্বীকার করেন এবং ব্রোহীকে অব্যহতি দেন। জাতীয় ও আন্তজার্তিক ভাবে বাংলাদেশের পক্ষে ব্যাপক জনমত তৈরী হয়। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতার স্বপ্ন বস্তবতা স্পর্শ করতে থাকে।

১৯৭১ : ১১ নভেম্বর: বঙ্গবন্ধুকে ইয়াহিয়া খানের সামনে হাজির করা হয়। ইয়াহিয়ার সংগে ছিলেন ভূট্টো এবং জেনারেল আকবর। ইয়াহিয়া করমর্দনের জন্য হাত বাড়ালে বঙ্গবন্ধু বলে দুঃখিত ও হাতে বাঙালীর রক্ত লেগে আছে ও হাত আমি স্পর্শ করবো না। এ সময় অনিবার্য বিজয়ের দিকে এগুতে থাকে আমাদের মুক্তির সংগ্রাম।

১৯৭১ : ২ ডিসেম্বর: বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের মুক্তির সংগ্রাম যখন বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে তখন লায়ালাপুর কারাগারে ইয়াহিয়া বঙ্গবন্ধুর সংগে সমঝোতার প্রস্তাব দেন। কিন্তু ঐ সমঝোতা প্রস্তাব বঙ্গবন্ধু ঘৃনাভরে প্রত্যাখান করেন।

১৯৭১ : ১৬ ডিসেম্বর: ত্রিশ লাখ শহীদ এবং তিন লাখ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আসে আমাদের বিজয়। বাঙালী জাতি মুক্ত হয় পরাধীনতার শৃংখল থেকে। কিন্তু মুক্তির অপূর্ণতা রয়ে যায় স্বাধীনতার স্থাপতি তখন নির্জন কারাগারে।

১৯৭২ : ৩ জানুয়ারী: পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে জুলফিকার আলী ভূট্টো করাচীতে ঘোষণা করেন শেখ মুজিবকে বিনা শর্তে মুক্তি দেয়া হবে।

বিডিনিয়োগ.কম
www.bdniyog.com

১৯৭২ : ৮ জানুয়ারী: বঙ্গবন্ধু কারাগার থেকে মুক্তি পান। পিআইয়ের একটি বিশেষ বিমানে বঙ্গবন্ধুকে লন্ডনে পাঠানো হয়। ৮ জানুয়ারী ভোরে বঙ্গবন্ধু লন্ডনে পৌছেন। তার হোটেলের সামনে এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে তিনি ঘোষণা করেন আমি আমার জনগনের কাছে ফিরে যেতে চাই।

১৯৭২ : ১০ জানুয়ারী: সকালে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের আগ্রহে ব্রিটেনের রাজকীয় বিমান বাহিনীর এক বিশেষ বিমানে বঙ্গবন্ধু নয়া দিল্লী পৌছালে রাষ্ট্রপতি ভি.ভি গিরি এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরাগান্ধী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান। বিমান বন্দরে বঙ্গবন্ধু বলেন অশুভের বিরুদ্ধে শুভের বিজয় হয়েছে। ঐ দিন বিকেলে ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি বিশেষ বিমানে বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। লাখো মানুষের জনস্রোত, বাঁধভাঙ্গা আবেগে অশ্রুসিক্ত জাতিরপিতা বলেন আজ আমার জীবনের স্বাদপূর্ণ হয়েছে ।ঐ দিন জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু হৃদয়কাড়া এক ভাষণ দেন। ঐ রাতেই তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৭২ : ১২ জানুয়ারী: দেশে রাষ্ট্রপতি শাসনের পরিবর্তে সংসদীয় শাসন কাঠামো প্রবর্তন করে নতুন মন্ত্রী পরিষদ গঠন করে এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন।

১৯৭২ : ১২ মার্চ: স্বাধীনতার মাত্র ৫০ দিনের মধ্যে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার শুরু হয়।

১৯৭২ : ২৬ মার্চ: শোষনহীন সমাজ গঠনের অঙ্গীকারের মধ্যে দিয়ে প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয়।

১৯৭২ :২০ এপ্রিল: শুরু হয় গণপরিষদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষনা সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করলে তা সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়।

১৯৭২ : ৪ নভেম্বর: গণপরিষদে বাংলাদেশের খসড়া শাসনতন্ত্র অনুমোদিত হয়। এ উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষনে বঙ্গবন্ধু বলেন বিজয়ের ৯ মাসের মধ্যে শাসনতন্ত্র দেয়া, মানুষের মৌলিক অধিকার দেয়ার অর্থ হলো জনগনের উপর বিশ্বাস করি।

১৯৭২ : ১৬ ডিসেম্বর: নতুন সংবিধান কার্যকর করা হয়। বাতিল করা হয় গণপরিষদ।

১৯৭২ : ৭ মার্চ: নতুন সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জাতির জনকের নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ৩০০টির মদ্যে ২৯২টি আসনে বিজয়ী হয়।

১৯৭৩ : ৩ সেপ্টেম্বর: আওয়ামীলীগ, সিপিবি ও ন্যাপের সমন্বয়ে ত্রিদলীয় ঐক্যজোট গঠিত হয়।

১৯৭৪ : ২৩ সেপ্টেম্বর: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম বাঙালী নেতা হিসেবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিণষষদে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেন।

১৯৭৫ : ২৫ জানুয়ারী: দেশে বিরাজমান পরিস্থিতি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু জাতীয় সংসদে চতুর্থ সংশোধনী বিল পাশ করেন। এই বিলের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়।

www.bdniyog.com

১৯৭৫ : ২৫ ফেব্রুয়ারী: রাষ্ট্রপতি এক ডিগ্রীর মাধ্যমে সমস্ত রাজনৈতিক দলের সম্মিলনে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ নামে একটি নতুন একক রাজনৈতিক দল গঠন করেন।

১৯৭৫ : ১৫ আগষ্ট: স্বাধীনতা বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের ষড়যন্ত্রে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু স্বপরিবারে শহীদ হন।

বঙ্গবন্ধুর জীবনী থেকে নেয়া কিছু সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইটির লেখকের নাম কী?

উত্তরঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

২। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম কত সালে এবং কোথায়?

উত্তরঃ ১৭ মার্চ,১৯২০। গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায়।

৩। বঙ্গবন্ধু কত তারিখে শহীদ হন ?

উত্তরঃ ইংরেজি ১৫ অগাস্ট ১৯৭৫, বাংলা ২৯ শ্রাবণ ১৩৮২, আরবি ৮ শাবান ১৩৯৫ রোজ শুক্রবার ।

৪। বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাজীবন শুরু হয় কোন স্কুলে?

উত্তরঃ গোপালগঞ্জের গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

৫। বঙ্গবন্ধু ম্যাট্রিক পাশ করেন কোন স্কুল থেকে এবং কত সালে?

উত্তর: গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলে,১৯৪২ সালে।

৬। বঙ্গবন্ধু কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের বেকার হোষ্টেলের কত নম্বর কক্ষে থাকতেন?

উত্তরঃ ২৪ নম্বর কক্ষে।

৭। বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনীতিতে অভিষিক্ত হন কীভাবে?

উত্তরঃ ১৯৪৪ সালে কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সম্মেলনে যোগদানের মাধ্যমে।

৮। বঙ্গবন্ধু কত সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সহকারী নিযুক্ত হন?

উত্তরঃ ১৯৪৬ সালে।

৯। বঙ্গবন্ধু বিএ পাশ করেন কত সালে এবং কোন কলেজ থেকে?

উত্তরঃ ১৯৪৭ সালে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে।

১০। বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বিভাগের ছাত্র ছিলেন?

উত্তরঃ আইন বিভাগের।

১১। বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কত সালে কেন বহিস্কৃত হন?

উত্তরঃ ১৯৪৯ সালে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে সংহতি প্রকাশ করায় তাঁকে বহিস্কার করা হয়।

১২। বঙ্গবন্ধু জীবনে প্রথম কারাভোগ করেন কত সালে?

উত্তরঃ ১৯৩৯ সালে। সরকারি নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ সভা করার কারণে তাঁকে কারভোগ করতে হয়।

১৩। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা লাভ করলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেখানে কী পদ পান?

উত্তরঃ যুগ্ম সম্পাদক।

১৪। ১৯৫২ সালের কত তারিখে রাষ্ট্র ভাষা বাংলার দাবীতে বঙ্গবন্ধু কারাগারে অনশন শুরু করেন?

উত্তরঃ ১৪ ফেব্রুয়ারি।

১৫। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু কোন আসনে বিজয়ী হন?

উত্তরঃ গোপালগঞ্জ আসনে।

১৬। বঙ্গবন্ধু কোন মন্ত্রীসভায় সর্বকনিষ্ঠ মন্ত্রী ছিলেন?

উত্তরঃ ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভায়।

১৭। ১৯৬৪ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সম্মিলিত বিরোধী দল গঠন করা হয়। দলটির নাম কী?

উত্তরঃ কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টি।

১৮। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রথম কবে ছয়দফা ঘোষনা করেন?

উত্তর: ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬।

বিডিনিয়োগ.কম
www.bdniyog.com

১৯। আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে ৬ দফা গৃহীত হয় কত সালে?

উত্তরঃ ১৯৬৬ সালের ১৮ মার্চ।

২০। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আনুষ্ঠানিকভাবে কবে ছয়দফা ঘোষনা করেন?

উত্তরঃ ২৩ মার্চ ১৯৬৬

২১। কোন প্রস্তাবের ভিত্তিতে ছয়দফা রচিত হয়?

উত্তরঃ লাহোর প্রস্তাব

২২। ছয়দফার প্রথম দফা কি ছিল?

উত্তরঃ স্বায়ত্বশাসন

২৩। 'বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ' হিসেবে পরিচিত কোনটি?

উত্তরঃ ছয় দফা।

২৪। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ছিল কত জন? বঙ্গবন্ধু কততম আসামী ছিলেন?

উত্তর: ৩৫ জন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন ১ নং আসামী।

২৫। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কী নামে দায়ের করা হয়েছিল?

উত্তরঃ রাষ্ট্রদ্রোহীতা বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য।

২৬। শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয় কত সালে?

উত্তরঃ ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি।

২৭। শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি কে দেন?

উত্তরঃ তৎকালীন ডাকসুর ভিপি তোফায়েল আহমেদ।

২৮। কোথায় 'বঙ্গবন্ধু উপাধি দেওয়া হয়?

উত্তরঃ রেসকোর্স ময়দানে।

২৯। বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলাকে 'বাংলাদেশ' নামকরন করেন কত সালে?

উত্তরঃ ৫ ডিসেম্বর,১৯৬৯ ।

৩০। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণ কোথায় দেন?

উত্তরঃ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে,যা এখন সোহরাওয়ার্দি উদ্যোন নামে পরিচিতি।

৩১। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণের মূল বক্তব্য কী ছিল?

উত্তরঃ এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

৩২। বঙ্গবন্ধু কখন স্বাধীনতার ঘোষণা দেন?

উত্তরঃ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাত অর্থাৎ ২৬ মার্চে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরপরই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে। fb.com/BDCareerGuide

৩৩। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল গঠিত অস্থায়ী সরকারের বঙ্গবন্ধুর পদ কী ছিল?

উত্তরঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদ ছিল রাষ্ট্রপতি।

৩৪। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পান কবে?

উত্তরঃ ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি।

৩৫। বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে ফেরেন কবে?

উত্তরঃ ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি, যা বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস নামে পরিচিত।

৩৬। বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন কত তারিখে?

উত্তরঃ ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি।

৩৭। বঙ্গবন্ধু প্রথম নেতা হিসেবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেন কত সালে এবং কত তারিখে?

উত্তরঃ ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর।

৩৮। বঙ্গবন্ধু স্বপরিবারে নিহত হন কত তারিখে?

উত্তরঃ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট।

৩৯। বঙ্গবন্ধুর স্ত্রীর নাম কী?

উত্তরঃ শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব।

বিডিনিয়োগ কম
www.bdniyog.com

৪০। বঙ্গবন্ধুর ছেলে-মেয়ে কত জন? তাদের নাম কী?

উত্তরঃ ৫ জন। তিন ছেলে দুই মেয়ে। শেখ হাসিনা, শেখ কামাল, শেখ রেহানা, শেখ জামাল ও শেখ রাসেল

৪১। বঙ্গবন্ধু জাদুঘর কোথায় অবস্থিত?

উত্তরঃ ঢাকার ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে।

৪২। কত সালে বঙ্গবন্ধুকে শান্তিতে জুলিও কুরি পুরস্কার দেওয়া হয় ?

উত্তরঃ বিশ্ব শান্তি পরিষদ জাতির পিতাকে ১৯৭২ সালে ১০ অক্টোবর জুলিও কুরি শান্তি পদকে ভূষিত করে।

বিখ্যাত কিছু করিতায় বঙ্গবন্ধু

১। যদি রাত পোহালে শোনা যেত বঙ্গবন্ধু মরে নাই
তবে বিশ্ব পেত এক মহান নেতা আমরা পেতাম খুঁজে
জাতির পিতা ।
গীতিকার ও সুরকার : হাসান মতিউর রহমান
শিল্পী : সাবিনা ইয়াসমিন ।

২। শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ্য মুজিবরের
কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসেউঠে
রণি। বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ।'
গীতিকারঃ গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সুরকারঃ অংশুমান রা

৩। যতকাল রবে পদ্মা-মেঘনা-গৌরী যমুনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান'
দিকে দিকে আজ অশ্রু"গঙ্গা-রক্তগঙ্গা বহমান নাই
নাই ভয় হবে হবে জয়- জয় মুজিবুর রহমান
গীতিকারঃ অন্নদাশঙ্কর রায় ।

নোটঃ অন্নদাশঙ্কর রায় প্রথম কবি, যিনি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন।

৪।"নরহত্যা মহাপাপ, তার চেয়ে পাপ আরো বড়ো
করে যদি তাঁর পুত্রসম বিশ্বাসভাজন জাতির জনক
যিনি অতর্কিতে তাঁরেই নিধন। নিধন সবংশে হলে
সেই পাপ আরো গুরুতর।"
গীতিকারঃ অন্নদাশঙ্কর রায়।

৫। 'দিকে দিকে আজ অশ্রুগঙ্গা রক্তগঙ্গা বহমান
নাই নাই ভয় হবে হবে জয় জয় মুজিবুর রহমান।'
গীতিকারঃ অন্নদাশঙ্কর রায় ।

নোটঃ অন্নদাশঙ্কর রায় সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন এবং আধুনিক বাংলা গানের গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রথম গান রচনা করেন।

৬। শেখ মুজিব আমার নতুন কবিতা — -মহাদেব সাহা

"আমি আমার সমস্ত কবিত্ব শক্তি উজাড় করে
যে-কবিতা লিখেছি তার নাম শেখ মুজিব,
এই মুহূর্তে আর কোনো নতুন কবিতা লিখতে পারবো
না আমি কিন্তু এই যে প্রতিদিন বাংলার প্রকৃতিতে
ফুটছে নতুন ফুল শাপলা-পদ্ম-গোলাপ সেই গোলাপের
বুক জুড়ে ফুটে আছে মুজিবের মুখ এদেশের প্রতিটি
পাখির গানে মুজিবের প্রিয় নাম শুনি, মনে হয় এরা
সকলেই আমার চেয়ে আরো বড়ো কবি। শেখ
মুজিবের নামে প্রতিদিন লেখে তারা নতুন কবিতা"

৭। 'আমি আজ কারো রক্ত চাইতে আসিনি' – নির্মলেন্দু গুণ

সমবেত সকলের মত আমিও গোলাপ ফুল খুব
ভালোবাসি, রেসকোর্স পার হয়ে যেতে সেইসব
গোলাপের একটি গোলাপ গতকাল আমাকে বলেছে,

www.bdniyog.com

আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি।
আমি তাঁর কথা বলতে এসেছি।

শহিদ মিনার থেকে খসে পড়া একটি রক্তাক্ত ইট গতকাল আমাকে বলেছে, আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি। আমি তাঁর কথা বলতে এসেছি।

সমবেত সকলের মত আমিও পলাশ ফুল খুব ভালবাসি, 'সমকাল' পার হয়ে যেতে সদ্যফোটা একটি পলাশ গতকাল কানে কানে আমাকে বলেছে, আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি। আমি তাঁর কথা বলতে এসেছি।

শাহাবাগ এভিন্যুর ঘূর্ণায়িত জলের ঝর্ণাটি আর্তস্বরে আমাকে বলেছে, আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি। আমি তাঁর কথা বলতে এসেছি।

সমবেত সকলের মত আমারও স্বপ্নের প্রতি পক্ষপাত আছে, ভালোবাসা আছে, শেষ রাতে দেখা একটি সাহসী স্বপ্ন গতকাল আমাকে বলেছে, আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি। আমি তাঁর কথা বলতে এসেছি।

এই বসন্তের বটমূলে সমবেত ব্যথিত মানুষগুলো সাক্ষী থাকুক, না-ফোটা কৃষ্ণচূড়ার শুষ্ক-ভগ্ন অপ্রস্তুত প্রাণের ঐ গোপন মঞ্জরীগুলো কান পেতে শুনুক, আসন্ন সন্ধ্যার এই কালো কোকিলটি জেনে যাক; আমার পায়ের তলার পুণ্য মাটি ছুঁয়ে আমি আজ সেই গোলাপের কথা রাখলাম, আমি আজ সেই পলাশের কথা রাখলাম, আমি আজ সে স্বপ্নের কথা রাখলাম।

আমি আজ কারো রক্ত চাইতে আসি নি,
আমি আমার ভালবাসার কথা বলতে এসেছিলাম।

নোটঃ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবি নির্মলেন্দু গুণ অসংখ্য কবিতা লিখেছেন। তিনি বঙ্গবন্ধুকে স্বভাব কবি বলেছেন। তার কবিতায় দেখিয়েছেন বঙ্গবন্ধু বাঙ্গালি জাতির পথ প্রদর্শক। জাতির মুক্তি নায়ক হিসেবে কবি শেখ মুজিবের কথা উচ্চারণ করেছেন।

৮। স্বাধীনতা' শব্দটি কিভাবে আমাদের হল'–কবিতায়।

"শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে ,
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অত:পর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন ।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা , জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার
সকল দুয়ার খোলা । কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী
? গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর
কবিতা খানি এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির
সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

৯। 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' -আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
তিনি স্বপ্নের মত সত্য ভাষণের কথা বলতেন
সুপ্রাচীন সংগীতের আশ্চর্য ব্যাপ্তির কথা বলতেন
তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন।

১০। জসীমউদ্দীন ১৯৭১ সালের অগ্নিগর্ভ সময়ে বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করেছেন এই প্রত্যয়দীপ্ত শব্দগুচ্ছে

মুজিবুর রহমান ওই নাম যেন বিসুভিয়াসের অগ্নি উগারী বান। বঙ্গদেশের এ প্রান্ত হতে সকল প্রান্ত ছেয়ে জ্বালায় জ্বলিছে মহা-কালানল ঝঞ্ঝা অশনি যেয়ে। বাঙলা দেশের মুকুটবিহীন তুমি প্রসূর্ত রাজ, প্রতি বাঙালির হৃদয়ে হৃদয়ে তোমার তক্ত তাজ। (জসীমউদ্দীন/'বঙ্গবন্ধু')

১১। এই সিঁড়ি -রফিক আজাদ

এই সিঁড়ি নেমে গেছে বঙ্গোপসাগরে,
সিঁড়ি ভেঙে রক্ত নেমে গেছে-

বিডিনিয়োগ.কম
www.bdniyog.com

বত্রিশ নম্বর থেকে
সবুজ শস্যের মাঠ বেয়ে
অমল রক্তের ধারা ব'য়ে গেছে বঙ্গোপসাগরে।
মাঠময় শস্য তিনি ভালোবাসতেন,
আয়ত দু'চোখ ছিল পাখির পিয়াসী
পাখি তার খুব প্রিয় ছিলো-
গাছ-গাছালির দিকে প্রিয় তামাকের গন্ধ ভুলে
চোখ তুলে একটুখানি তাকিয়ে নিতেন,
পাখিদের শব্দে তার, খুব ভোরে, ঘুম ভেঙে যেতো।
স্বপ্ন তার বুক ভ'রে ছিল,
পিতার হৃদয় ছিল, স্নেহে-আর্দ্র চোখ-
এদেশের যা কিছু তা হোক না নগণ্য, ক্ষুদ্র
তার চোখে মূল্যবান ছিল-
নিজের জীবনই শুধু তার কাছে খুব তুচ্ছ ছিল :
স্বদেশের মানচিত্র জুড়ে প'ড়ে আছে
বিশাল শরীর...
তার রক্তে এই মাটি উর্বর হয়েছে,
সবচেয়ে রূপবান দীর্ঘাঙ্গ পুরুষ :
তার ছায়া দীর্ঘ হতে-হ'তে
মানিচিত্র ঢেকে দ্যায় সস্নেহে, আদরে!
তার রক্তে প্রিয় মাটি উর্বর হয়েছে-
তার রক্তে সবকিছু সবুজ হয়েছে।
এই সিঁড়ি নেমে গেছে বঙ্গোপসাগরে,

সিঁড়ি ভেঙে রক্ত নেমে গেছে-
স্বপ্নের স্বদেশ ব্যেপে
সবুজ শস্যের মাঠ বেয়ে
অমল রক্তের ধারা ব'য়ে গেছে বঙ্গোপসাগরে ...
স্বদেশের মানচিত্রজুড়ে পড়ে আছে বিশাল শরীর।

নোটঃ ১৯৭৫ সালের মধ্য আগস্টে ৩২ নম্বর বাড়ির যে সিঁড়িতে পড়েছিল বঙ্গবন্ধুর নিথর দেহ, সেই সিঁড়ি নিয়ে এ অসামান্য কবিতা লিখেছেন কবি রফিক আজাদ। সেই সিঁড়ির রক্তধারাতেই যেন পবিত্র হয়েছে সমগ্র স্বদেশ, পবিত্র হয়েছে স্বদেশের মানচিত্র।

১২'বাঙালি, একটি ফিনিক্সপাখি' – কবি আখতারুজ্জামান আজাদ

"আমরা বাহান্নতে মরেছি দলে দলে,
আমরা একাত্তরে মরেছি ঝাঁকে ঝাঁকে,
আমরা পঁচাত্তরে মরেছি সপরিবারে।
পরাজিত শক্তি যখন হেঁটে বেড়ায় বিজয়ীর বেশে,
যখন ফুলেরা কাঁদে, হায়েনারা হাসে;
যখন মানুষ ঘুমায়, পশুরা জাগে;
তখন আমার ঠিকানায় আসে সেই পুরনো পত্র,
তখন আমার কানে ভাসে সেই পুরনো ছত্র
"এ বা রে র সংগ্রাম আমাদের মু ক্তি র সংগ্রাম!
এ বা রে র সংগ্রাম স্বা ধী ন তা র সংগ্রাম!
জ য় বাং লা!"।"

১৩। তিনি এসেছেন ফিরে – কবি শামসুর রাহমান

"লতাগুল্ম বাঁশঝাড়, বাবুই পাখির বাসা আর
মধুমতি নদীটির বুক থেকে বেদনা বিহবল
ধ্বনি উঠে মেঘমালা ছুঁয়ে ব্যাপক ছড়িয়ে পড়ে সারা
বাংলায়। এখন তো তিনি নেই, তবু সেই ধ্বনি আজ
শুধু তাঁরই কথা বলে;

ভীষণ অসুস্থ আমি, শ্বাসরোধকারী
আমার ব্যাধির কথা জানে নীলিমা, পাখির ঝাঁক,
গাছগাছালি আর জানে ক্ষয়িষ্ণু স্বপ্নসম্ভব
আমার ঘরের চার দেয়াল। অসুস্থতা নেকড়ের মতো
চিবিয়ে খাচ্ছে আমার মেদমজ্জা।
"অন্ধের দেশে কে দেবে অভয়? অথবা,
কান পেতে থাকি দীপ্র কণ্ঠ শোনার আশায়,
কাকের বাসায় ঈগলের গান কখনো যায় কি শোনা?

১৪।'ধন্য সেই পুরুষ'–এর শেষ চারটি লাইনথ

ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর পতাকার মতো
দুলতে থাকে স্বাধীনতা
ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর ঝরে
মুক্তিযোদ্ধাদের জয়ধ্বনি।'

বিডিনিয়োগ.কম
www.bdniyog.com

১৫। বঙ্গবন্ধু : আদিগন্ত যে সূর্য –অজয়দাশ
বাঙালি কি বাঙালি হয় শাড়ি, ধুতি, লুঙ্গিছাড়া?
থাকে না তার বর্গ কিছুই না থাকলে টুঙ্গিপাড়া।
সুর অসুরে হয় ইতিহাস, নেই কিছু এ দুজীব ছাড়া
বাংলাদেশের ইতিহাসে দেবতা নেই মুজিব ছাড়া।

বঙ্গবন্ধুর বিখ্যাত কিছু উক্তি

১. আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না।

২. এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম!

৩. মানুষকে ভালোবাসলে মানুষও ভালোবাসে। যদি সামান্য ত্যাগ স্বীকার করেন, তবে জনসাধারণ আপনার জন্য জীবন দিতেও পারে।

৪. আমার সবচেয়ে বড় শক্তি আমার দেশের মানুষকে ভালবাসি, সবচেয়ে বড় দূর্বলতা আমি তাদেরকে খুব বেশী ভালবাসি।

৫. প্রধানমন্ত্রী হবার কোন ইচ্ছা আমার নেই। প্রধানমন্ত্রী আসে এবং যায়। কিন্তু, যে ভালোবাসা ও সম্মান দেশবাসী আমাকে দিয়েছেন, তা আমি সারাজীবন মনে রাখবো।

৬. সাত কোটি বাঙ্গালির ভালোবাসার কাঙ্গাল আমি। আমি সব হারাতে পারি, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসা হারাতে পারব না।

৭. বিশ্ব দুই শিবিরে বিভক্ত – শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।

৮. এই স্বাধীন দেশে মানুষ যখন পেট ভরে খেতে পাবে, পাবে মর্যাদাপূর্ণ জীবন; তখনই শুধু এই লাখো শহীদের আত্মা তৃপ্তি পাবে।

০৯. দেশ থেকে সর্বপ্রকার অন্যায়, অবিচার ও শোষণ উচ্ছেদ করার জন্য দরকার হলে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করব।

১০. আমি যদি বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে না পারি, আমি যদি দেখি বাংলার মানুষ দুঃখী, আর যদি দেখি বাংলার মানুষ পেট ভরে খায় নাই, তাহলে আমি শান্তিতে মরতে পারব না।

১১. এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণী আছে তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়।

১২. আমাদের চাষীরা হল সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত শ্রেণী এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্যেআমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পেছনে নিয়োজিত করতে হবে।

১৩. যিনি যেখানে রয়েছেন, তিনি সেখানে আপন কর্তব্য পালন করলে দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে না।

১৪. সরকারী কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে। তারা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই। তারা জনগণের বাপ, জনগণের ছেলে, জনগণের সন্তান। তাদের এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে।

১৫. সমস্ত সরকারী কর্মচারীকেই আমি অনুরোধ করি, যাদের অর্থে আমাদের সংসার চলে তাদের সেবা করুন।

বিডিনিয়োগ.কম
www.bdniyog.com

১৬. গরীবের উপর অত্যাচার করলে আল্লাহর কাছে তার জবাব দিতে হবে। .

১৭. জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। এই কথা মনে রাখতে হবে। আমি বা আপনারা সবাই মৃত্যুর পর সামান্য কয়েক গজ কাপড় ছাড়া সাথে আর কিছুই নিয়ে যাব না। তবে কেন আপনারা মানুষকে শোষণ করবেন, মানুষের উপর অত্যাচার করবেন?

১৮. দেশের সাধারণ মানুষ, যারা আজও দুঃখী, যারা আজও নিরন্তর সংগ্রাম করে বেঁচে আছে, তাদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখকে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির উপজীব্য করার জন্য শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

১৯. সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। তাই মাটি ও মানুষকে কেন্দ্র করে গণমানুষের সুখ, শান্তি ও স্বপ্ন এবং আশা-আকাঙ্খাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠবে বাংলার নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতি।

২০. বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ না থাকলে আমাদের স্বাধীনতার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।

২১. গণআন্দোলন ছাড়া, গণবিপ্লব ছাড়া বিপ্লব হয় না।

২২. জনগণকে ছাড়া, জনগণকে সংঘবদ্ধ না করে, জনগণকে আন্দোলনমুখী না করে এবং পরিস্কার আদর্শ সামনে না রেখে কোন রকম গণআন্দোলন হতে পারে না।

২৭. বাংলার উর্বর মাটিতে যেমন সোনা ফলে, ঠিক তেমনি পরগাছাও জন্মায়! একইভাবে, বাংলাদেশে কতকগুলো রাজনৈতিক পরগাছা রয়েছে, যারা বাংলার মানুষের বর্তমান দুঃখ-দূর্দশার জন্য দায়ী।

২৮. যদি আমরা বিভক্ত হয়ে যাই এবং স্বার্থের দ্বন্দ ও মতাদর্শের অনৈক্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে আত্মঘাতী সংঘাতে মেতে উঠি, তাহলে যারা এদেশের মানুষের ভালো চান না ও এখানাকার সম্পদের ওপর ভাগ বসাতে চান তাদেরই সুবিধা হবে এবং বাংলাদেশের নির্যাতিত, নিপীড়িত, ভাগ্যাহত ও দুঃখী মানুষের মুক্তির দিনটি পিছিয়ে যাবে। fb.com/BDCareerGuide

২৯. আর সাম্প্রদায়িকতা যেন মাথাচারা দিয়ে উঠতে না পারে। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাংলাদেশ। মুসলমান তার ধর্মকর্ম করবে। হিন্দু তার ধর্মকর্ম করবে। বৌদ্ধ তার ধর্মকর্ম করবে। কেউ কাউকে বাধা দিতে পারবে না।

৩০. পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না।

৩১. ভুলে যেয়ো না। স্বাধীনতা পেয়েছো এক রকম শত্র"র সাথে লড়াই করে। তখন আমরা জানতাম আমাদের এক নম্বর শত্র" পাকিস্থানের সামরিক বাহিনী ও শোষকগোষ্ঠী। কিন্তু, এখন শত্র"কে চেনাই কষ্টকর।

৩২. শহীদদের রক্ত যেন বৃথা না যায়।

৩৩. বাংলাদেশ এসেছে বাংলাদেশ থাকবে। .

৩৪. বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি জেনে নিক দুর্বৃত্তেরা।

৩৫. বাংলার মাটিতে যুদ্ধাপরাধীর বিচার হবেই।

নোটঃ ৭মার্চের ভাষণকে গেটিস বার্গ এ্যাড্রেসের (আব্রাহাম লিংকন) ও I have a dream (মার্টিন লুথার কিং) এর সাথে তুলনা করা হয় ।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বিখ্যাত ব্যক্তিদের কিছু উক্তি

১. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারী টাইম ম্যাগাজিন ১৯৮২ সালের ৫ এপ্রিল তাদের একটি সংখ্যায় বলেছিল,"স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম দশ বছরের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের আমল ছিল সর্বপ্রথম এবং দীর্ঘ গণতান্ত্রিক আমল। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক ও প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবকে হত্যার পর হঠাত গনতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটে।"

২. শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করার পর বিবিসির সংবাদদাতা ব্রায়ান বারণ বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকদের সাথে ঢাকায় এসেছিলেন। তাকে ততকালীন সরকার তিনদিন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আটক রাখার পর বাংলাদেশ ত্যাগে বাধ্য করে। আগস্ট মাসের শেষের দিকে তিনি তার সংবাদ বিবরনীতে উল্লেখ করেন,"শেখ মুজিব সরকারীভাবে বাংলাদেশের ইতিহাস এবং জনগনের হৃদয়ে উচ্চতম আসনে পূর্নপ্রতিষ্ঠিত হবেন। এটা শুধু সময়ের ব্যাপার। এটা যখন ঘটবে তখন নিঃসন্দেহে তার বুলেটবিক্ষত বাসগৃহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন স্মারকচিহ্ন এবং কবরস্থান পূন্যতীর্থে পরিনত হবে।"

৩. "ফিনান্সিয়াল টাইমস বলেছে, 'মুজিব না থাকলে বাংলাদেশ কখনই জন্ম নিতনা।' দি লিসনার-লন্ডন-২৮ আগস্ট ১৯৭৫

৪. নিউজ উইকে বঙ্গবন্ধুকে আখ্যা দেওয়া হয়, "পয়েট অফ পলিটিক্স বলে।"

৫. শেখ মুজিব নিহত হবার খবরে আমি মর্মাহত।তিনি একজন মহান নেতা ছিলেন।তার অনন্যসাধারন সাহসিকতা এশিয়া ও আফ্রিকার জনগনের জন্য প্রেরণাদায়ক ছিল। ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় বেতার 'আকাশ বানী' ১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্ট তাদের সংবাদ পর্যালোচনা অনুষ্ঠানে বলে, "যিশুমারা গেছেন। এখন লক্ষ লক্ষ লোক ক্রস ধারণ করে তাকে স্মরণ করছে। মূলত একদিন মুজিবই হবেন যিশুর মতো।

৬. মুজিব হত্যার পর বাঙালীদের আর বিশ্বাস করা যায় না,যারা মুজিবকে হত্যা করেছে তারা যেকোন জঘন্য কাজ করতে পারে —**নোবেল বিজয়ী উইলিবান্ট।**

৭. শেখ মুজিবের মৃত্যুতে বিশ্বের শোষিত মানুষ হারাল তাদের একজন মহান নেতাকে,আমি হারালাম একজন অকৃত্রিম বিশাল হৃদয়ের বন্ধুকে —**ফিদেল কাস্ট্রো।**

৮. আপোষহীন সংগ্রামী নেতৃত্ব আর কুসুম কোমল হৃদয় ছিল মুজিব চরিত্রের বৈশিষ্ঠ্য —**ইয়াসির আরাফাত।**

৯. শেখ মুজিব নিহত হবার খবরে আমি মর্মাহত। তিনি একজন মহান নেতা ছিলেন।তার অনন্যসাধারন সাহসিকতা এশিয়া ও আফ্রিকার জনগনের জন্য প্রেরণাদায়ক ছিল। ..... **ইন্দিরা গান্ধী।**

১০. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন সমাজতন্ত্র প্রতীষ্ঠার সংগ্রামের প্রথম শহীদ।তাই তিনি অমর। – **সাদ্দাম হোসেন।**

www.bdniyog.com

১১. শেখ মুজিবুর রহমান ভিয়েতনামী জনগনকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন — **কেনেথা কাউণ্ডা।**

১২. "শেখ মুজিব দৈহিকভাবেই মহাকায় ছিলেন, সাধারণ বাঙালির থেকে অনেক উচুঁতে ছিলো তার মাথাটি, সহজেই চোখে পড়তো তার উচ্চতা। একাত্তরে বাংলাদেশকে তিনিই আলোড়িত-বিস্ফোরিত করে চলেছিলেন, আর তার পাশে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে যাচ্ছিল তার সমকালীন এবং প্রাক্তন সকল বঙ্গীয় রাজনীতিবিদ। .জনগণকে ভুল পথেও নিয়ে যাওয়া যায়; হিটলার মুসোলিনির মতো একনায়কেরাও জনগণকে দাবানলে, প্লাবনে, অগ্নিগিরিতে পরিণত করেছিলো, যার পরিণতি হয়েছিলো ভয়াবহ। তারা জনগণকে উন্মাদ আর মগজহীন প্রাণীতে পরিণত করেছিলো। একাত্তরের মার্চে শেখ মুজিব সৃষ্টি করেছিলো শুভ দাবানল, শুভ প্লাবন, শুভ আগ্নেয়গিরি, নতুনভাবে সৃষ্টি করেছিলেন বাঙালি মুসলমানকে, যার ফলে আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম।" – **হুমায়ুন আজাদ**

১৩. বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডে বাঙলাদেশই শুধু এতিম হয়নি বিশ্ববাসী হারিয়েছে একজন মহান সন্তানকে — **জেমসলামন্ড, ইংলিশ এম পি।**

১৪. শেখ মুজিবকে চতুর্দশ লুই য়ের সাথে তুলনা করা যায়। জনগন তার কাছে এত প্রিয় ছিল যে লুই ইয়ের মত তিনি এ দাবী করতে পারেন আমি ই রাষ্ট্র। — **পশ্চিম জার্মানী পত্রিকা।**

১৫. আওয়ামিলীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের মত তেজী এবং গতিশীল নেতা আগামী বিশ বুছরের মধ্যে এশিয়া মহাদেশে আর পাওয়া যাবে না —- **হেনরি কিসিঞ্জার।**

বিডিনিয়োগ.কম
www.bdniyog.com

১৬. শেখ মুজিব নিহত হলেন তার নিজেরই সেনাবাহিনীর হাতে অথচ তাকে হত্যা করতে পাকিস্তানীরা সংকোচবোধ করেছে। বিবিসি-১৫ আগস্ট ১৯৭৫।

বঙ্গবন্ধু ও বিশেষ কিছু তারিখ

১। **বঙ্গবন্ধু উপাধিঃ** ২৩ফেব্রুয়ারি" ১৯৬৯সালে। তোফায়েল আহমেদ। রেসকোর্স ময়দানে।

২। **জাতির জনকঃ** ৩মার্চ ১৯৭১। আ. স .ম.আব্দুর রব। পল্টন ময়দানে।

৩। **রাজনীতির কবিঃ** (Poet of Politics) ৫ এপ্রিল ১৯৭২ সালে মার্কিন সাময়িকী নিউজ উইক ম্যাগাজিন বঙ্গবন্ধুর উপর একটি কভার স্টোরি করে।

৪। **সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালিঃ** ২৬শে মার্চ ২০০৪ বিবিসির শ্রোতা জরিপে ২০তম সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় স্থান। ১৪এপ্রিল ২০০৮ সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে প্রকাশ করা হয়।

৫। **পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তিঃ** ৮জানু, ১৯৭২।

৬। **স্বদেশ প্রত্যাবর্তনঃ** ১০জানুয়ারি ১৯৭২।

৭। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারঃ ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।

৮। বাঙালির মুক্তিসনদ বা বাঙালির ম্যাগনাকার্টা ৬দফা দাবি পেশঃ ৫-৬ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬।

৯। ছয় দফা দিবসঃ ৭জুন । কারণ ১৯৬৬ এইদিনে সালে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয় ওকারফিউ জারী করা হয়।

১০। বাংলাদেশ এর নামকরণ করেনঃ ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯।

১১। আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনঃ ২৩জুন ১৯৪৯,শেখ মুজিব যুগ্ন সম্পাদক। মুসলিম শব্দটি বাদ দেয়া হয় ২২-২৩ সেপ্টম্বর,১৯৫৫।সম্পাদক হন ১৬নভে:১৯৫৩।

১২। শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সভাপতি হনঃ ১৯৬৬।

১৩। বিশেষ ক্ষমতা তথা অস্থায়ী সংবিধান জারি করেনঃ ১২ জানুয়ারি ১৯৭২।

১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু যে উপাধিগুলো পান

১। ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে "স্বাধীন বাংলা ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ" কর্তৃক আয়োজিত সমাবেশে বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক ও বাংলাদশের সর্বাধিনায়ক ঘোষণা করা হয়।

বিজ্ঞিনিয়োগ.কম
www.bdnivog.com

২। মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডে বঙ্গবন্ধু'র উপাধি ছিল **"সুপ্রিম কমান্ডার অব দি আর্মড ফোর্সেস"**।

৩।এপ্রিল মাসে "নিউজ উইক" ম্যাগাজিন বঙ্গবন্ধুকে "Poet of Politics" (রাজনীতির কবি) বলে আখ্যায়িত করে।

বঙ্গবন্ধু ও বিশেষ কিছু তথ্য

১। ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা কি ছিল বা তিনি কোথায় ছিলেন?

উত্তরঃ ১৪৪ ভঙ্গকরলে তাঁকে জেলে যেতে হয়।

২। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট মোট কতজন নিহত হন ?

উত্তরঃ পরিবারের সদস্য ১৬ জন (বঙ্গবন্ধু সহ) । আর নিরাপত্তা কর্মকর্তা কর্নেল জামিল উদ্দিন। মোট ১৭ জন

৩। বঙ্গবন্ধুর শরীরে গুলি লেগেছিল কতটি?

উত্তরঃ ১৮টি (৯-১০শ্রেণির বইয়ে)। ২৯টি(সজীব ভাইভা/ওরাকল এ বই)

৪। বঙ্গবন্ধুকে কিভাবে গ্রেফতার করা হয়?

উত্তরঃ অপারেশন বিগ বর্ড।

৫। জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কতবার গ্রেফতার হন?

উত্তরঃ কোথাও ১৯ বার আবার কোথাও ২২ বার , ৩১ বার দেয়া আছে।

নোটঃ ১৯৩৮ সালে মার্চ-এপ্রিল প্রথম জেল হয় ৭ দিনের জন্যে (অসমাপ্ত আ[জীবনী)

বঙ্গবন্ধুর উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রেপ্তার

- ১১ ই মার্চ১৯৪৮ শেখ মুজিব প্রথম গ্রেফতার হন।
- ১৪ ই অক্টোবর ১৯৪৯ শেখ মুজিব ২য় বার গ্রেফতার হন।
- ১১ ই অক্টোবর ১৯৫৮ শেখ মুজিব ৩য় বার গ্রেফতার হন।
- ৬ ই ফেব্র“য়ারি ১৯৬২ শেখ মুজিব ৪র্থ বার গ্রেফতার হন।
- ১৮ই জানুয়ারি ১৯৬৮ শেখ মুজিব ৫ম বার গ্রেফতার হন।
- ২৬ মার্চ ১৯৭১ শেখ মুজিব ষষ্ঠ বার গ্রেফতার হন।

বিডিনিয়োগ.কম
www.bdniyog.com

এছাড়াও অসংখ্যবার তিনি গ্রেফতার হয়েছেন ।

৬। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধুর পরিবার কোথায় ছিল?

উত্তরঃ প্রথমে প্রতিবেশী মোশারফ হোসেন এর বাড়িতে, এরপর মগবাজার এ জনৈক মহিলার ফ্লাটে এবং সবশেষে ১৮ নম্বর রোডে।

৭। বাংলাদেশে নিবন্ধিত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা কত ?

উত্তরঃ পুরুষ ২০৪৯২৯ জন, নারী ২০৩ জন।

নোটঃ সম্প্রতি ৪১জন বীরঙ্গনাকে মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি দেওয়া হয ।

৮। মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার সর্বনিম্ন বয়স কত?

উত্তরঃ ১৩ বছর।

৯। বঙ্গবন্ধুর হত্যার প্রধান পরিকল্পনাকারী কে কে?

উত্তরঃ মেজর ফারুক ও মেজর রশীদ।

বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীসভায় নারী মন্ত্রী

১. বদরুন নেছা আহমেদ- শিল্প প্রতিমন্ত্রী

২. বেগম নুরজাহান মোর্শেদ – শ্রম প্রতিমন্ত্রী

বঙ্গবন্ধুর হত্যা মামলার পলাতক আসামী ও বর্তমান অবস্থান

১. কর্নেল (অব) খন্দকার রশীদ – লিবিয়া

২. লে. কর্নেল (অব) শরিফুল হক ডালিম – কানাডা

৩. লে. কর্নেল এম এ রাশেদ চৌধুরী – দক্ষিণ আফ্রিকা

৪. মেজর (অব) নুর চৌধুরী – আমেরিকা

৫. রিসালাদার মোসলেহ উদ্দিন – আমেরিকা

৬. ক্যাপ্টেন (অব) আবদুল মাজেদ -কেনিয়া।

বিডিনিয়োগ.কম
www.bdniyog.com

বঙ্গবন্ধুর নিউক্লিয়াস

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি জাতির মুক্তি জন্য বঙ্গবন্ধু ১৯৬২ সালে তাঁর অনুগত কিছু ছাত্রনেতাদের নিয়ে গোপনে **'নিউক্লিয়াস'** নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গবন্ধু নিউক্লিয়াসের সদস্যদের নিজের সন্তানদের মতোই আদর করতেন। নিউক্লিয়াসের প্রচেষ্টায় ১৯৬৪ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন করার কথা প্রচারে আসে –**"বীর বাঙালি অস্ত্র ধর , বাংলাদেশ স্বাধীন কর"**।

ছাত্রদের নেতাদের মধ্যে ছিলেন

১. সিরাজুল আলম খান

২. তোফায়েল আহমেদ

৩. ফজলুল হক মনি

৪.আব্দুর রাজ্জাক

৫.কাজী আরিফ

৬.মনিরুল ইসলাম (মার্শাল মনি) ও আরো কয়েকজন ।

বঙ্গবন্ধুর ৪ খলিফা

নিউক্লিয়াসের কর্মসূচি এগিয়ে নেয়ার জন্য ৪ জন ছাত্রনেতাকে দায়িত্ব দেয়া হয় তারা হলেন

১। ততকালীন ছাত্রলীগের সভাপতি নূর আলম সিদ্দিকী

২। ততকালীন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজান সিরাজ

৩। ঢা.বি ছাত্রসংসদের নির্বাচিত ভিপি আ. স. ম. আব্দুর রব

৪। ঢা.বি ছাত্রসংসদের নির্বাচিত জি. এস. আব্দুল কুদ্দুস মাখন

মুজিব ব্যাটারি

স্বাধীনতা যুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামানুসারে ১৯৭১ সালের ২২জুলাই ভারতের কোনাবনে গঠন করা হয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম গোলন্দাজ ইউনিট **'মুজিব ব্যাটারি'**।

বিডিনিয়োগ.কম

মুজিব বাহিনী

১৯৭১সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় শুধু ছাত্রদের নিয়ে গঠিত মুক্তিবাহিনীকে বলা হয় মুজিব বাহিনী।

www.bdniyog.com

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত বই

১. শেখ মুজিব আমার পিতা – প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

২. মুজিব ভাই – এবিএম মুসা।

৩. বঙ্গবন্ধুর সহজ পাঠ – আতিয়ার রহমান।

৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাঙালী – কামাল উদ্দিন আহমেদ।

৫. দেয়াল (উপন্যাস) – হুমায়ুন আহমেদ।

৬. বঙ্গবন্ধু জাতি রাষ্টের জনক – প্রত্যয় জসিম।

৭. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান – সিরাজ উদদীন আহমেদ।

৮. অসমাপ্ত আÍজীবনী – বঙ্গবন্ধু নিযেই।

৯. জনকের মুখ (ছোট গল্পগ্রন্থ) – সম্পাদনা আখতার হোসেন।

‘সিক্রেট ডকুমেন্টস অফ ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ অন ফাদার অফ দ্য নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান’ ১ম ও ২য় খণ্ড (হাক্কানী পাবলিশার্স), আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী ‘বঙ্গবন্ধু আজ যদি বেঁচে থাকতেন’ (আগামী), মোনায়েম সরকার ‘বাংলাদেশ শেখ মুজিব থেকে শেখ হাসিনা’ (আগামী), হারুন-অর-রশিদ ‘৭ই মার্চের ভাষণ কেন বিশ্ব ঐতিহ্য সম্পদ’ (অন্যপ্রকাশ), শামসুজ্জামান খান ‘লেখক বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য’ (কাকলী), আনিসুল হক ‘বঙ্গবন্ধুর জন্য ভালোবাসা’ (পার্ল), সুব্রত বড়ুয়া ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান’ (ঝিঙেফুল), মুস্তফা মনওয়ার সুজন ‘বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক মতবাদ’ (উৎস), তরুণ কান্তি দাস ‘বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা বাস্তবায়নে শেখ হাসিনার সরকার (২০০৯-২০১৮) (শ্রাবণ), গাজী হানিফ ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব: এক শতাব্দীর বাঁকে’ (শব্দরূপ), ইফতেখার আহমেদ ও প্রকৃতি শ্যামলিমা ‘এ স্টার্টারস গাইড: মুজিব’ (চর্চা), মুনতাসীর মামুন ‘বঙ্গবন্ধুর জীবন’ (অনন্যা), মঞ্জুরুল আলম ‘বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বাঙালির জন্ম ইতিহাস’ (বাঙালি), খায়রল আলম মনির ‘মহান নেতা বঙ্গবন্ধু’ (চিলড্রেন্স), মুহাম্মদ সোহেল চৌধুরী ‘বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতার মহাকাব্য’ (ছায়াবীথি), খায়রুল আলম মনির ‘ছোটদের হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু’ (ঝিঙেফুল), হোসনে আরা শাহেদ ‘বঙ্গবন্ধু চিরদিনের’ (নিখিল প্রকাশন), স্বপন কুমার দাস ‘বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ’ (নিখিল), সোহরাব পাশা ‘বঙ্গবন্ধু ও একাত্তরের পদাবলি’ (রয়েল), নাছিমা আক্তার ‘রক্তে বঙ্গবন্ধু (মেঘনা), আবু বকর সিদ্দিক ৭ই মার্চ (ব্রাদার্স পাবলিকেশন্স), মোঃ ফজলুল হক ‘বাঙালির মহামানব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব’ (আলোঘর), আতিকুজ্জামান সেলিম ‘৩২ নম্বরের শূন্যস্থানে’ (সালাউদ্দিন বইঘর), শহীদুল হক খান ‘বঙ্গবন্ধু সকলের’ (বিশাল বাংলা), রাহাত মিনহাজ ‘বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড কি চেয়েছিল ভুট্টোর পাকিস্তান’ (শ্রাবণ), মনি হায়দার ‘বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের গল্প’ (ঝিঙেফুল), রাবেয়া বস্রী রাত্রি ‘বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের শিক্ষাব্যবস্থা এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট’ (আজকাল), হাফিজ আল হামিদ ‘বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ’ (কাব্যকথা), ফিরোজা সামাদ ‘হে পিতা তোমার তর্জনী যেন শাণিত তরবারি’ (পানকৌড়ি), রফিকুর রশীদ ‘কিশোরগল্পে বঙ্গবন্ধু ও শেখ রাসেল’ (অন্যধারা), মোসাদ্দেক আহমেদ ‘শেখ মুজিবের সাইকেল’ (মনন), আলমগীর খোরশেদ ‘খোকা থেকে বঙ্গবন্ধু’ (দোয়েল), এ কে এম ইয়াকুব হোসাইন ‘খোকা বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ’ (সিঁড়ি), আনু মাহমুদ ‘বঙ্গবন্ধু থেকে জাতির পিতা’ ও ‘বঙ্গবন্ধু অসহযোগ মুক্তিযুদ্ধ’ (ন্যাশনাল), ড. সৈয়দ আরিফ আজাদ ‘বঙ্গবন্ধু’ (কালিকলম), রফিকুজ্জামান হুমায়ুন ‘বঙ্গবন্ধু’ (জয়বাংলা একাডেমি), হরেন্দ্রনাথ বসু ‘ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব’ (জয়বাংলা), মঈনুল হক চৌধুরী ‘বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ’ (স্বরবৃত্ত), আমিরুল ইসলাম ‘বঙ্গবন্ধু ও দোয়েলের গল্প’ (কথাপ্রকাশ), আবদুল রহিম শেলী ‘মুজিব ও মুক্তিযুদ্ধের কথা’ (জোনাকী), জুলফিকার নিউটন ‘বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা ও স্থপতি’ (আহমদ পাবলিশিং)

বিডিনিয়োগ.কম www.bdniyog.com

অসমাপ্ত আত্মজীবনী অনুবাদ

	ভাষা	ঐ ভাষায় গ্রন্থের নাম	অনুবাদক	মোড়ক উন্মোচনের তারিখ
১	ইংরেজি	*The Unfinished Memoirs*	ড. ফকরুল আলম	১৮ জুন ২০১২
২	উর্দু	ادھوری یادیں	ইয়াওয়ার আমান	২০১৩
৩	জাপানি	--	কাজুহিরো ওয়াতানাবে	২রা আগস্ট ২০১৫
৪	চিনা	--	চাই শি	২৮শে জানুয়ারি ২০১৬
৫	আরবি (ফিলিস্তিন)	--	মুহাম্মদ দিবাজাহ	ডিসেম্বর ২০১৬
৬	ফরাসি	*Mémoires Inachevés*	ফ্রান্স ভট্টাচার্য	২৬শে মার্চ ২০১৭
৭	হিন্দি	*दास्ताँ और भी हैं*	প্রেম কাপুর	৮ই এপ্রিল ২০১৭
৮	তুর্কি	--	আতাতুর্ক সংস্কৃতি ও গবেষণা কেন্দ্র (তুরস্ক)	২৭শে মার্চ ২০১৮
৯	নেপালি	*ती अधुरा संस्मरणहरु*	অর্জুন বাহাদুর থাপা ও মহেশ পৌড়েল	৮ই অক্টোবর ২০১৮
১০	স্পেনীয়	*Memorias Inacabadas*	মারিয়া হেলেনা বারেরা-আগারওয়াল ও বেঞ্জামিন ক্লার্ক	১১ই অক্টোবর ২০১৮
১১	অসমীয়া	*অসমাপ্ত আত্মজীৱনী*	ড. সৌমের ভারতীয়া ও ড. জুরি শর্মা	২৫শে ডিসেম্বর ২০১৮
১২	রুশ	--	ড. ভি নমকিন	অক্টোবর ২০১৯
১৩	ইটালি	*অটোবায়োগ্রাফিয়া ইনকমপ্লিটা*	আন্না কোক্কিয়ারেল্লা	এখনও প্রকাশিত হয় নি।
১৪	মালয়	--	কাজ চলছে	ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এ পাণ্ডুলিপি প্রধানমন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর

‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ সম্পর্কে কিছু তথ্য

১। বইয়েরে নামঃ

বাংলায় – অসমাপ্ত আতœজীবনী।

ইংরেজীতে- Unfinished Memoirs.

২।প্রথম প্রকাশঃ ২০১২। পৃষ্ঠাঃ ৩২৯।

৩। প্রকাশকঃ মহিউদ্দিন আহমেদ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

৪। রচনা কালঃ ১৯৬৬ -৬৯ সাল।

নোটঃ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্তরীণ থাকা অবস্থায়।গ্রন্থটিতে বঙ্গবন্ধু ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ওনার আতœজীবনী লিখেছেন।

৫। আত্মজীবনীটি প্রকাশে যাঁরা নিরলসভাবে কাজ করেছেনঃ শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, আবদুর রহমান রমা, মনিরুন নেছা, ইতিহাসবিদ প্রফেসর এ এফ সালাহউদ্দীন আহমেদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর শামসুল হুদা হারুন, অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান, বেবী মওদুদ।

৬। ভূমকিা লিখেনঃ শেখ হাসিনা।প্রথমবার ২০০৭ সালে কারাবন্দী অবস্থায়, পরবর্তিতে ২০১০ সালে গণভবন থেকে।

৭। বইটির প্রথম লাইনঃ “বন্ধুবান্ধবরা বলে তোমার জীবনী লেখ”।

৮। শেষ লাইনঃ “তাতেই আমাদের হয়ে গেল”।

৯। বইটিতে যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছেঃ
আত্নজীবনী লেখার প্রেক্ষাপট, বংশ পরিচয়, শৈশব, শিক্ষাজীবন, দুর্ভিক্ষ, বিহার ও কলকাতার দাঙ্গা, দেশভাগ, প্রাদেশিক মুসলিম ছাত্রলীগ ও মুসলিম লীগের রাজনীতি, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অপশাসন, ভাষা আন্দোলন, ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা, যুক্তফ্রন্ট সরকার, আদমজীর দাঙ্গা, পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক শাসন।এছাড়াও আছে লেখকের কারাজীবন, পিতা মাতা, সন্তান সন্ততি ও সর্বোপরি সর্বংসহা সহধর্মিণীর কথা। এন্ড্রয়েড অ্যাপ - জব সার্কুলার

১০। বঙ্গবন্ধুর লেখা আতœজীবনীর ৪ খানা খাতা শেখ হাসিনার হাতে আসেঃ বঙ্গবন্ধুর মহাপ্রয়াণের ২৯ বছর পর ২০০৪ সালের ২১ আগষ্ট আওয়ামী লীগের সমাবেশে ভয়াবহ গ্রেনেড হামলার পর পরই।

১১। বঙ্গবন্ধু তার বাংলার মানুষদের একটি বিশেষণে বিশেষায়িত করতেন, সেটি হলঃ “দুঃখী মানুষ”।

বিডিনিয়োগ.কম
www.bdniyog.com

১২। বঙ্গবন্ধুকে বলা তার পিতার উক্তিঃ 'Sincerity of purpose and honesty of purpose'।

১৩। বঙ্গবন্ধুর মা শেরে বাংলাকে উদ্দেশ্য করে তাকে বলেনঃ 'বাবা যাহাই কর, হক সাহেবের বিরুদ্ধে বলিও না'।

১৪। শেরে বাংলা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর উপলব্ধিঃ "শেরে বাংলা মিছামিছিই শেরে বাংলা হন নাই।বাংলার মাটি ও তাঁকে ভালবেসে ফেলেছিল। যখনই হক সাহেবের বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেছি, তখনই বাধা পেয়েছি"।

১৫। বঙ্গবন্ধু শেরে বাংলাকে নানা বলে ডাকতেন।

১৬। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে শেরে বাংলার উক্তিঃ "আমি বুড়া আর মুজিব গুড়া, তাই ওর আমি নানা ও আমার নাতি"।

১৭। হোসনে শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে উদ্দেশ্য করে বঙ্গবন্ধুর অভিমানী উক্তিঃ

"If I am nobody, then why have you invited me? You have no right to insult me.I will prove that I am somebody. Thank you sir. I will never come to you again".

১৮। বঙ্গবন্ধুশেখ হাসিনা কে ডাকতেনঃ হাচু বলে।

বিডিনিয়োগ.কম
www.bdniyog.com

১৯। পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠনের সময় অলি আহাদের প্রস্তাব ছিল, এর নামকরন "পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ" করা হোক।

২০। যাদের গান শুনে বঙ্গবন্ধু মুগ্ধ হয়েছিলেনঃ আব্বাসউদ্দিন আহমেদ, সোহরাব হোসেন, বেদারউদ্দিন সাহেব।

২১। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইয়ের এমন একটি ঘটনা বলুন, যা আপনাকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়ঃ

(নিজের ভাষায়, এর উত্তরে আপনার নিজের যে অংশ ভালো লেগেছে তাই বলা উচিত) নমুনাঃ

ক। বঙ্গবন্ধু ছিলেন এমন একজন মানুষ, যাঁকে কোন বিশেষণে বিশেষায়িত করার মত শব্দভাণ্ডার আমার নেই। বঙ্গবন্ধু ওনার নিজের আতœজীবনী লিখতে গিয়ে নিজেকে নয় বরং অন্যদেরকেই নায়ক করে তুলেছেন। যেমনঃ শেরে বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হকের জনপ্রিয়তাকে তিনি ¯পষ্টভাবে বইটিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। বঙ্গবন্ধু নির্দ্বিধায় লিখেছেনঃ একদিন আমার মনে আছে একটা সভা করছিলাম আমার নিজের ইউনিয়নে, হক সাহেব কেন লীগ ত্যাগ করলেন, কেন পাকিস্তান চান না এখন? কেন তিঁনি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সাথে মিলে মন্ত্রীসভা গঠন করছেন? এই সমস্ত আলোচনা করছিলাম, হঠাৎ একজন বৃদ্ধলোক যিনি আমার দাদার খুব ভক্ত, আমাদের বাড়িতে সকল সময়ই আসতেন, আমাদের বংশের সকলকে খুব শ্রদ্ধা করতেন—- দাড়িয়ে বললেন, যাহা কিছু বলার বলেন, হক সাহেবের বিরুদ্ধে কিছুই বলবেন না। তিঁনি যদি

পাকিস্তান না চান, আমরাও চাইনা। জিন্নাহ কে? তার নামও তো শুনি নাই। আমাদের গরিবের বন্ধু হক সাহেব। বঙ্গবন্ধু একজন সাদা মনের মানুষ ছিলেন বিধায় তিঁনি লিখেছেন, শুধু এইটুকু না, যখনই হক সাহেবের বিরুদ্ধে কালো পতাকা দেখাতে গিয়েছি, তখনই জনসাধারণ আমাদেরকে মারপিট করেছে। অনেক সময় ছাত্রদের নিয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি, মার খেয়ে।

খ। ১৯৩৭ সালে বঙ্গবন্ধু ওনার গৃহশিক্ষক আবদুল হামিদ এম এস সি এর উদ্বোগে মুসলমান বাড়ি থেকে প্রত্যেক রবিবার মুষ্ঠি ভিক্ষার চাল ওঠাতেন। এই চাল বিক্রি করে তিনি গরিব ছেলেদের বই এবং পরীক্ষার ও অন্যান্য খরচ দিতেন।

দার্শনিক বঙ্গবন্ধু

১।একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসাবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর শক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।

২।রাজনৈতিক কারণে একজনকে বিনা বিচারে বন্দি করে রাখা আর তার আত্বীয়স্বজন ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে দূরে রাখা যে কত বড় জঘন্য কাজ তা কে বুঝবে? মানুষ স্বার্থের জন্য অন্ধ হয়ে যায়।

বিডিনিয়োগ.কম
www.bdniyog.com

বঙ্গবন্ধুর সাফল্য গাঁথা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। বাংলাদেশ নামে এই মানচিত্রের স্বপ্নদ্রষ্টা, স্বপ্নের রূপকার। এই একটি সাফল্যই যথেষ্ট বঙ্গবন্ধুর অমরত্বের জন্য। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কেবল জাতির জনক ছিলেন না। এই রাষ্ট্র বির্নিমানে ধাপে ধাপে রয়েছে তার বিচক্ষনতা, প্রজ্ঞা ও মেধা। বঙ্গবন্ধুর সাফল্য গাঁথা লিখে শেষ করবার মতো নয়। তারপরও তার উল্লেখযোগ্য কিছু সাফল্যের শিরোনাম এখানে উল্লেখ করা হলো –

- অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির পুরোধা পুরুষ ছিলেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৫৫ সালের ২১ অক্টোবর আওয়ামলী মুসলীম লীগ থেকে তিনি মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে অসাম্প্রদায়িক আওয়ামী লীগ নামকরণ করেন।
- বাঙালির মুক্তির সনদ ৬ দফার প্রণেতা এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা পুরুষ।
- মুক্তিযুদ্ধের সফল রূপকার। তাঁর ৭ই মার্চের ভাষনই ছিলো গেরিলা যুদ্ধের কৌশল।
- একটি দেশ স্বাধীন হবার মাত্র ৫০ দিনের মাথায় সে দেশ থেকে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহার ছিলো একটি বিস্ময়কর ঘটনা। বঙ্গবন্ধুর প্রজ্ঞায় এবং দৃঢ় নেতৃত্বের কারণেই ১৯৭২ এর ১২ মার্চ ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার শুরু হয়।
- বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার মাত্র এক বছরের মধ্যে জাতিকে একটি আধুনিক, গণতান্ত্রিক সংবিধান উপহার দেন। ১৯৭২ এর ১৬ ডিসেম্বর সংবিধান কার্যকর হয়।
- ক্ষমতায় আসার মাত্র এক বছরের মধ্যে বঙ্গবন্ধু প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন।

- বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে একটি গণমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যেগ নেন। এলক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই ড: মুহাম্মদ কুদরত-এ-খুদাকে সভাপতি করে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। কমিশন ১৯৭৪ সালের মে মাসে পূর্ণাঙ্গ রির্পোট পেশ করে।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে কৃষি ক্ষেত্রে নেয়া হয়েছিল ব্যাপক কর্মসূচী। এর মধ্যে ছিলো ৪০ হাজার শক্তি চালিত লো লিফট পাম্প ২৯০০টি গভীর নলকূপ ও ৩০০০ অগভীর নলকূপ। ১৯৭২ সালের মধ্যেই জরুরী ভিত্তিতে বিনামূল্যে ১৬,১২৫ টন ধান বীজ, ৪৫৪ টন পাট বীজ এবং ১০৩৭ টন গম বীজ সরবরাহ করা হয়। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা চিরতরে রহিত করা হয়।
- যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে শিল্প কারখানা রক্ষায় বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ জাতীয়করণ কর্মসূচী ঘোষণা করেন। এর ফলে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেমে শিল্প-কলকারখানা আবার চালু হয়। ব্যাংক, বীমা জাতীয়করনের ফলে গতি সঞ্চারিত হয়।
- প্রথম বাজেটে জনগনের উপর কোন কর আরোপ করা হয়নি।
- বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীকে পূণ:গঠন করেন। সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষনের জন্য বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন।
- বঙ্গবন্ধু সিভিল প্রশাসন পূণ: গঠন করেন।
- বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে প্রথম এক বছরেই যুদ্ধ বিধ্বস্ত ২৮৭টি সেতুর মধ্যে ২৬২টি ২৭৪টি সড়ক সেতুর মধ্যে ১৭০টির মেরামত শেষ হয়। দশ কোটি টাকা ব্যয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পূণ: নির্মাণ করা।
- বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর ১৪২টি দেশের স্বীকৃতি আদায় করেন। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ এবং ওআইসির সদস্য লাভ করে বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু প্রথম বাঙালি যিনি একটি দেশের সরকার প্রধান হিসেবে জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় ভাষণ দেন।

www.bdniyog.com

১৯৬৬ এর ছয় দফা দাবি

বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ । ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বাইবেলের সাথে তুলনা করা হয়। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। নিরাপত্তাহীনতাবোধ এ অঞ্চলের জনগণের কাছে স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে আরো প্রাসঙ্গিক করে তোলে। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী যুদ্ধ-পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য লাহোরে পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলোর কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু লাহোরের সম্মেলনে তাঁর ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন।

সংক্ষেপে দাবিগুলো হলো-

১. ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানে ফেডারেল রাষ্ট্র কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

২. কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে শুধু প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয় থাকবে, অবশিষ্ট বিষয়গুলো থাকবে ফেডারেশনের ইউনিটগুলোর হাতে।

৩. দুটি পরস্পর বিনিময়যোগ্য মুদ্রা বা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাংকিং ব্যবস্থাসহ একটি মুদ্রাব্যবস্থা থাকবে।

৪. ফেডারেশনের ইউনিটগুলোর হাতে থাকবে কর ধার্যের ক্ষমতা, তবে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য করের একটা নির্ধারিত অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় তহবিল গঠিত হবে।

৫. বৈদেশিক মুদ্রা আয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যের বিষয়ে ফেডারেশনের ইউনিটগুলোর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

৬. প্রদেশগুলোর জন্য আধাসামরিক বাহিনী বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী থাকতে হবে।

ছয় দফা নিয়ে অজানা কিছু তথ্য

১। ৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬ লাহোরে বিরোধী দলসমুহের জাতীয় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ছয় দফা পেশ।

২। ৩ মার্চ ছয় দফার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা।

৩। ৭ জুন ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস। কারণ ৭ জুন ছয় দফা দাবিতে মনু নিয়া সহ ১১ জন শহীদ হন।তাই ৭ জুন ছয় দফা দাবি দিবস।

৪। ৫ ফেব্রুয়ারী ছয় দফা দাবি, ৮মে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে, ৭জুন কিশোর মনু মিয়া সহ ১১ জন শহীদ হন।

বিডিনিয়োগ কম
www.bdniyog.com

স্বাধীনতার ইশতাহার ও বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা ঘোষণা

একাত্তরের ১মার্চ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে নূর আলম সিদ্দিকী ও শাজাহান সিরাজ এবং ডাকসু সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে আ স ম আব্দুর রব ও আব্দুল কুদ্দুস মাখন এ চার নেতা মিলে এক বৈঠকে **'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'** গঠন করেন। একাত্তরের ৩মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আহূত পল্টন সমাবেশে **'স্বাধীনতার ইশতাহার'** পাঠ করা হয়। এতে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে জাতির পিতা ঘোষণা করা হয়।

১। স্বাধীনতার ঘোষনাপত্র অনুযায়ী কত তারিখ পর্যন্ত দেশ পরিচালিত হয়?

উত্তরঃ ২৬ মার্চ ১৯৭১ থেকে ১০ মার্চ, ১৯৭২ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। ১৯৭২ এর ১১ মার্চ Provisional Constitution of Bangladesh Order 1972 জারী করা হয়।

২। স্বধীনতার ঘোষনাপত্র কবে জারি হয় ?

উত্তরঃ ১০ এপ্রিল ১৯৭১।

৩। স্বধীনতার ঘোষনাপত্র কত তারিখ গৃহীত হয় ?

উত্তরঃ ১৭ এপ্রিল ১৯৭১।

৪। তোফায়েল আহমেদের কী অথরিটি ছিল শেখ মুজিবুর রহমানকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধি দেওয়ার?

উত্তরঃ যখন তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধি দেন তখন তিনি ডাকসুর ভিপি হিসেবে সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক পদে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তোফায়েল তখন প্রধান কয়েকজন ছাত্রনেতার একজন ছিলেন। তখন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে রাজনৈতিক কর্মসূচি বেশিরভাগই পালন করে থাকত ছাত্রসমাজ। সুতরাং, আমার মনে হয় একজন প্রথম সারীর ছাত্র নেতা হিসেবে তোফায়েলের সে অধিকার/অথরিটি ছিল।

বঙ্গবন্ধুর উপাধি সমূহ

1. ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারি তৎকালীন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) আয়োজিত সম্মেলনে লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে ডাকসু ভিপি তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করেন।
2. আ. স. ম. আবদুর রব ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির জনক হিসেবে উল্লেখ করেন।পরবর্তীকালে ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী তাকে সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশের "জাতির পিতা" হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।
3. ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে বিবিসি বাংলা'র পক্ষ থেকে সারা বিশ্বে পরিচালিত জরিপে শেখ মুজিবুর রহমানকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।
4. ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন আয়োজিত জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠানে কূটনীতিকেরা তাকে 'বিশ্ব বন্ধু' (ফ্রেন্ড অব দ্য ওয়ার্ল্ড) হিসেবে আখ্যা দেয়।